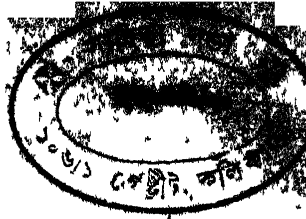




BHARAT MILAN.

A PROSE READER.

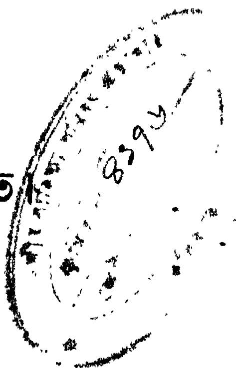
INTENDED FOR THE CANDIDATES FOR THE UPPERPRIMARY SCHOLARSHIP EXAMINATION.

BY

SRINATH CHANDA.

ভরতমিলন

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ প্রণীত।



Calcutta:
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
148 BARANASHI GHOSHES STREET.

1891

মূল্য ॥৹ আনা মাত্র

PRINTED BY SANYAL & CO.,
46, PANCHANANTALA LANE,
Calcutta.

উৎসর্গপত্র।

পরমারাধ্য

স্বর্গীয় জগন্নাথ চন্দ

পিতৃদেব-শ্রীচরণেষু—

পিতঃ,

বাল্যকালে তোমার পবিত্র কণ্ঠে রামায়ণের অমৃত-কথা শ্রবণ করিয়া কতবার অশ্রুপাত করিয়াছি; আজি আবার সেই পুণ্য কথা লিখিতে বসিয়া, তোমার সেই দেবমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ অশ্রুপাত করিতেছি।

পিতঃ, স্বর্গহইতে আশীর্ব্বাদ কর, তুমি যে আদর্শ-চরিত্র আমার সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছ, আমি যেন, চিরদিন তাহার অনুসরণ করিতে পারি; আমরণ যেন তোমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারি।

বিজ্ঞাপন।

রামায়ণ কাব্য-জগতের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহা সুনীতির ভাণ্ডার, সুশিক্ষার আকর ও সাধুতার উৎস। এই গ্রন্থের এক একটী চরিত্র পাঠে যেরূপ সুশিক্ষা ও সদুপদেশ লাভ করা যায়, সমগ্র নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলেও সেরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই। রামের সত্যনিষ্ঠা, ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, লক্ষ্মণের স্বার্থত্যাগ এবং সীতার পতিভক্তি, যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। এই সকল আদর্শ-চরিত্র, লোকশিক্ষার চিরসহায় হইয়া, অনন্ত কাল জগতে বিদ্যমান থাকিবে।

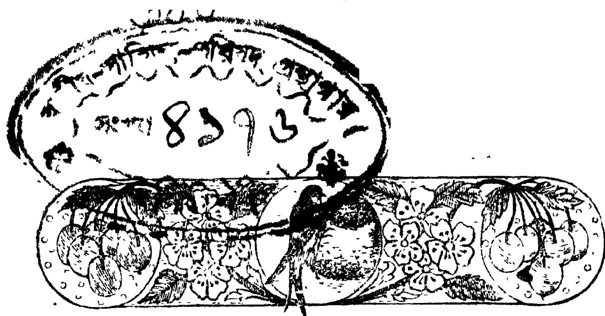
বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষার প্রতি অনেকেরই অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। উপদেশ-মূলক নীতি অপেক্ষা, দৃষ্টান্ত-মূলক নীতিই যে, লোকশিক্ষার উপযুক্ত সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রামায়ণের দেব-চরিত্রগুলি বালকদিগের কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিলে, উহা যে তাহাদের ভাবী জীবনে অমৃতফল প্রসব করিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই "ভরত-মিলন" লিখিত হইল। রামায়ণের এই প্রস্তাবটী বালক শিক্ষার একান্ত উপযোগী। ইহাতে ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাকবি এই স্থানে যে অলৌকিক কবিত্ব শক্তি ও অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার ছায়ামাত্র পতিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তথাপি এ কথা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে, রামায়ণের এই মনোহর কথা পাঠ করিলে তরুণবয়স্ক বালকদিগের পরম হিত সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

এইক্ষণ, এই ক্ষুদ্র পুস্তক যদি বালক বালিকাদিগের নীতি ও ভাষা শিক্ষার উপযোগী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়, তবেই আমার সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা।
১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৮।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।



ভরতমিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, অযোধ্যানগরী নক্ষত্রশূন্য রজনীর ন্যায় মলিন ও শ্রীহীন হইয়া উঠিল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ শোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। রাম সীতার নির্ব্বাসনশোকে প্রজাগণ অতিশয় মনো-বেদনায় দিন যাপন করিতেছিল, বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু সংবাদে তাহাদিগের সেই মনঃপীড়া আরও প্রবল হইয়া উঠিল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; কুলকন্যাগণের হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল! কাহারও মনে আনন্দের লেশ মাত্র রহিল

না। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, সীতার পতিপ্রেম এবং বৃদ্ধ রাজার প্রজাবাৎসল্য স্মরণ করিয়া সকলেই বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে নরনারী সমবেত হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল। পুত্রদিগের মধ্যে কেহই রাজধানীতে উপস্থিত নাই বলিয়া, রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারিল না; কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আদেশে রাজার মৃতদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে স্থাপিত হইল। অমাত্যগণ অতিযত্নে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পতির মৃতদেহ তৈলকটাহে স্থাপন করিতে দেখিয়া মহিষীগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া উঠিলেন। কৌশল্যা শোকে অধীর হইয়া কহিলেন, মহারাজ, রামের শোকে আমাদের অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, এমন সময় আবার তুমিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে! হা! আমরা বিধবা হইলাম! পুত্র থাকিতেও পুত্রহীন হইলাম! হায়, এ সময় রামের প্রসন্ন মুখ একবার দেখিতে পাইলেও আমাদের সকল সন্তাপ দূর হইত। এইক্ষণ আমরা পতিপুত্রহীন হইয়া কিরূপে কৈকেয়ীর গঞ্জনা সহ্য করিয়া থাকিব? যে নারী পতির অপেক্ষা না করিয়া সীতার সহিত রাম লক্ষ্মণকে বনে প্রেরণ করিল, সে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে?

আমরা আর কাহার মুখের দিকে চাহিয়া এই শূন্য পুরীতে অবস্থিতি করিব? পতির অভাবে পুত্রই মাতার আশ্রয় ও রক্ষক হইয়া থাকে; আমরা যে আজ অসহায় ও রক্ষকহীন হইয়া পড়িলাম, রাম তাহা জানিতেও পারিলেন না! হায়! আজি আমার জীবনের সকল আশা ভরসা শেষ হইয়া গেল। এইক্ষণ আমি স্বামীর এই পবিত্র দেহ আলিঙ্গন করিয়া অনলে প্রবেশ করিব।

এ দিকে কশ্যপ বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া রাজ্যশাসন বিষয়ে অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া বলিলেন, তপোধন, আপনি চিরদিনই রঘুবংশের হিত কামনা করেন; আপনার সুশিক্ষা ও সদুপদেশের গুণেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণ মহারাজ পুত্রশোকে মানবলীলা সংবরণ করিলেন; পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম অরণ্যে গমন করিয়াছেন, লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন। এ দিকে ভরত ও শত্রুঘ্ন, মাতামহের আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে,

নিশ্চয়ই উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, প্রজাগণ তথায় কদাপি শান্তিসুখে বাস করিতে পারে না। প্রবলেরা দুর্ব্বলের ধন হরণ করে; দস্যু প্রভৃতি দুষ্ট লোকেরা নিরীহ প্রজাগণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। কৃষিশিল্প প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া উঠে; বণিকেরা মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত হয়। অরাজক রাজ্যে সৎকীর্ত্তি স্থাপনে ও পুণ্যগৃহ নির্ম্মাণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না; উৎসব বিলুপ্ত হয়; দেশের ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। রাজার উৎসাহ না পাইলে দেশের ধনধান্য বৃদ্ধি পায় না, বিদ্যা ও সাধুতার উন্নতি হয় না, আর প্রজাকুল অবাধে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। ফলতঃ চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অনিষ্ট নিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও সেইরূপ। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, নীতি ও ধর্ম্মের রক্ষা করেন। রাজাই প্রজাকুলের পিতৃস্বরূপ, তাঁহাহইতে সকলের সর্ব্ববিষয়ে শুভলাভ হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, যেমন ধর্ম্মশূন্য জীবন, পিতৃশূন্য গৃহ, আর রক্ষকশূন্য মেষদল, অরাজক রাজ্যও সেইরূপ। এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের

ন্যায় প্রতিনিয়ত একে অন্যকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। রাজা দশরথ এই বিশাল কোশল রাজ্যের ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ও স্নেহময় পিতারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অভাবে এই রাজ্য কাণ্ডারিহীন তরণীর ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে অধিপতির অভাবে এই সুন্দর রাজ্য মরুভূমি হইয়া না যায়, আপনি সত্বর তাহার উপায় বিধান করুন্।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখুন, মহারাজ দশরথ যাঁহাকে রাজ্যদান করিয়া গিয়াছেন, সেই ভরত এইক্ষণ শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন। আমাদের দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকেই অযোধ্যায় আনয়ন করুক্; এ বিষয়ে আর অন্য কোনও উপায় চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে, সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব বিশ্বাসী দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা শোক সংবরণ করিয়া শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। তথায় যাইয়া শ্রীমান্ ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার স্নেহ জানাইয়া বলিবে, "রাজ কুমার, পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গ, শীঘ্র আপনাদিগকে অযোধ্যানগরে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন; গৌণ করিলে

বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোনও কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।” কিন্তু সাবধান, রামের নির্ব্বাসন ও রাজার মৃত্যু এই দুইটী অশুভ সংবাদ যেন কদাচ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর না হয়। দূতগণ অবনতমস্তকে মহর্ষির আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কেকয় রাজ্যের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

সপ্তম দিবস প্রভাত সময়ে দূতগণ কেকয় রাজ-ভবনে উপনীত হইল। তাহারা কেকয় রাজ ও ভরতের মাতুল যুধাজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভরতের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

রাত্রি প্রভাত সময়ে ভরত একটী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়া-ছিলেন, যেন রাজা দশরথ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তিনি যেন এক পর্ব্বতের শিখর হইতে গোময়-পূর্ণ হ্রদে পতিত হইলেন, এবং অঞ্জলি ভরিয়া সেই গোময়মিশ্রিত জল পান করিতে লাগিলেন। আরও দেখিলেন, যেন সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, এবং সমুদায় জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। এই রূপ ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভরতের মন আকুল হইয়া উঠিল, তিনি সহসা চৈতন্য লাভ করিয়া ভীত ও বিস্মিত

মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অযোধ্যার দূতগণ তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশ জ্ঞাপন করিল।

দূতমুখে অযোধ্যাগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভরতের চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, দূতগণ, মহারাজ ত কুশলে আছেন? আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণের ত কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই? আমাদের স্নেহময়ী জননীগণ ত ভাল আছেন? আর্য্যা সীতা ও অন্যান্য বধূগণের ত মঙ্গল? তখন দূতেরা বিনীতভাবে নিবেদন করিল, কুমার, আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহাদের অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি? বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন "বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোনও প্রয়োজন উপস্থিত।" অতএব আপনারা সত্বর অযোধ্যাগমনের আয়োজন করুন্।

তখন ভরত মাতামহের নিকট যাইয়া কহিলেন, মহারাজ, দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে, আমি এইক্ষণ পিতার নিকট যাত্রা করিব। আবার যখন আপনি স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। কেকয় রাজ সস্নেহে ভরতের শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস, আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর। অযোধ্যায় যাইয়া তোমার পিতা ও মাতাকে আমাদের

কুশল কহিও; বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণকে এবং তোমার ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকেও অনাময় জানাইও। এই বলিয়া কেকয়রাজ নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও গুরু-জনদিগকে প্রণাম ও বয়স্যদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্যক ভৃত্য, উৎকৃষ্ট-যান এবং মাতামহের প্রেরিত সৈন্যগণ তাঁহাদের অনু-সরণ করিল।

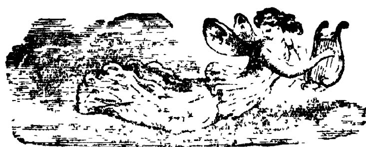
ভরত পথে সপ্তরাত্রি অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি মনের ব্যাকুলতা বশতঃ সঙ্গীদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া একাকী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজকুমার নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সার-থিকে কহিলেন, দেখ, আজি এই অযোধ্যাকে নিতান্ত মলিন ও নিরানন্দ বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে এই নগরীতে দিবানিশি জনকোলাহল শুনা যাইত, আজি যেন সকলই নীরব! সারথি, আজি আমি এই নগরীকে যেন অরণ্য-ময় দেখিতেছি; মনে হইতেছে, যেন ঘোরতর শোকের ছায়ায় সমস্ত নগরী মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে। নগ-রের সে শোভা নাই, সে উৎসাহ নাই, সে আনন্দ কোলাহল নাই। চারিদিকে কেবলই বিষাদ ও নিস্তব্ধতা দেখা যাইতেছে। সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল,

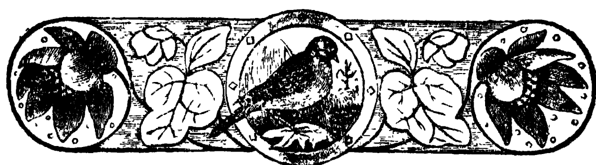
কিছুই বুঝিতে পারিনা। কোনও অপরিজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় যেন আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ভরত এইরূপ বলিতে বলিতে ব্যাকুলমনে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালেরা সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তিনি যতই রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, মনের ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে লাগিল। তখন, ভরত পুনশ্চ সারথিকে কহিলেন, সূত, দূতেরা কেন আমাকে ত্বরা করিয়া আসিতে বাধ্য করিল? আমার অন্তরে অশুভ আশঙ্কাই ক্রমে প্রবল হইতেছে, আমি ক্রমেই অধীর হইতেছি। অরাজক রাজ্যের যেরূপ অবস্থা ঘটে বলিয়া শুনিয়াছি, আজি অযোধ্যার তাহাই দেখিতেছি। দেখ, গৃহস্থের বাসস্থান অপরিষ্কৃত, গৃহদ্বার উন্মুক্ত, দেবালয় শোভাহীন, রাজপথ লোকশূন্য ও আপণসকল অবরুদ্ধ রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে নগরীকে অমরাবতীর ন্যায় দেখিয়া গিয়াছি, আজি তাহার এই-রূপ দুরবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

বহুদিন পর জন্মভূমি দর্শন করিবেন বলিয়া ভরতের মনে কত আনন্দের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণ অযোধ্যার এইরূপ মলিন বেশ ও হীন দশা দেখিয়া তিনি একান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এ সংসারে জন্মভূমির ন্যায় মনোহর স্থান আর কোথাও নাই। বিদেশে আমরা কত প্রকার সুখ ভোগ করি, কত বন্ধুবান্ধবের প্রীতি প্রাপ্ত হই, কিন্তু তথাপি দেখ, জন্মভূমির কথা স্মরণ হইলেই প্রাণ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ, জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গহইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এমন জন্ম ভূমির মলিন মূর্ত্তি দেখিলে যাহার মনে দুঃখ না হয়, তাহার হৃদয় পাষাণময় সন্দেহ নাই।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভরত পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়া আছে, গৃহসজ্জাসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। শোকে ও বিষাদে যেন গৃহের শোভা মলিন হইয়াছে। ভরত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, সে গৃহে পিতার দর্শন পাইলেন না! তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভৃত্যগণ আকুল মনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না। তিনিও কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মাতৃগৃহে মাতার নিকট গমন করিলেন। তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস হইতে আসিতে দেখিয়া প্রফুল্লমনে আসন পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। ভরতও গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কৈকেয়ী সস্নেহে পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস, পথের পরিশ্রমে তোমার শরীর ভাল আছে ত? দ্রুতগতিতে রথে আসিতে না জানি তোমার কতই কষ্ট হইয়াছে! আহা! তোমার মুখ ম্লান

ও শরীর শীর্ণ বোধ হইতেছে। তোমার মাতামহ ও মাতুল কেমন আছেন?

ভরত কহিলেন, মাতঃ, আমার শরীর সুস্থ ও সবলই আছে। তোমার পিতা ও ভ্রাতা কুশলেই আছেন। সে যাহাহউক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পিতার প্রেরিত দূতগণ, কেন আমাকে ত্বরা করিয়া এখানে আনিয়াছে? আমার পিতা কোথায়? তাঁহার পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে কেন? প্রাসাদের সর্ব্বত্রই শোক ও দুঃখের চিহ্ন দেখিতেছি কেন? এইক্ষণ আমি পিতার চরণ বন্দনা করিব, বল তিনি কোথায় আছেন?

রাজ্যলোভে কৈকেয়ীর চিত্ত এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, পতিবিয়োগ শোকেও তাঁহার মন বিগলিত হয় নাই। ভরত রাজা হইবেন, এই আনন্দে অতি অপ্রিয় ঘটনাও তাঁহার নিকট প্রিয় বোধ হইতেছিল। ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, বৎস, 'সকল প্রাণী চরমে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তোমার পিতাও এইক্ষণ সেই গতি লাভ করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মশীল সত্যবাদী রাজা, নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

জননীর মুখে এই নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ করিয়া ভরত, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ী

বাহু বিস্তার করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। বহুযত্নে ভরতের মোহ দূর হইল। তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, হায়! পিতা আমার কোথায় গেলেন! হা! এত দিনে আমরা অনাথ ও পিতৃহীন হইলাম। শরতের চন্দ্র যেমন আকাশের শোভা সম্পাদন করে, পিতা থাকিতে এই গৃহের সেই রূপ শোভা ছিল, আজ এই গৃহ অমাবস্যার অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল! হায়! মহারাজ, রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন, আর আমরা ভ্রাতার আজ্ঞা পালন ও পিতার সেবা করিয়া পরমসুখে দিন যাপন করিব, এই ভাবিয়া মহা আনন্দে মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। পিতাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি। মা, তুমি আর্য্য রামচন্দ্রকে শীঘ্র আমার আগমনসংবাদ দাও। তিনি আমার ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু, এবং আমি তাঁহার প্রিয় দাস। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ, জেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্ত্তব্য। মা, পিতা আমার, অন্তিমকালে কি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস, তোমার পিতা, “হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!” কেবল এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু যখন তাঁহার চৈতন্য হরণ ও বাক্‌-শক্তির অবরোধ করিতেছিল, তখন তিনি কেবল এই মাত্র কহিলেন, “যাহারা সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনরায় অযোধ্যায় আসিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য!”

ভরত এই অসংলগ্ন কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “জননি, সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কোথায় আছেন?” তখন, রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন মনে করিয়া, কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস, সেই রাজ কুমার, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন। তথায় চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিবেন।

ভরত আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমারেরা প্রজাপীড়নাদি কোনও কঠিন অপরাধে অপরাধী হইলেই অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকেন। রাম, ধর্ম্মের মূর্ত্তি, দয়ার আকর ও পুণ্যের আশ্রয়; সেরূপ কোনও অপরাধে অপরাধী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কথা। চন্দ্র ভূতলে পতিত হইতে পারে, আকাশ চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, সাগর শুষ্ক ও মরুভূমি জলপূর্ণ হইতে পারে,

তথাপি রামের চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ হইতে পারে না। তবে কোন্ কর্ম্মের জন্য পিতা তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করিলেন, শীঘ্র বল। আমার প্রাণ বড় আকুল হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, ভরত, রাম কোনও অপরাধ করেন নাই। রাজা পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এইক্ষণ আমি রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া নৃপতির নিকট তোমার রাজ্যলাভ ও রামের বনবাস এই দুইটী বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সত্যবাদী রাজা, সত্য রক্ষার জন্য তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন; রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। এদিকে মহারাজ সেই প্রিয় পুত্রের শোকে আকুল হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি কেবল তোমারই নিমিত্ত এই অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি।

ভরতের চিত্ত অতি উদার ও লোভহীন ছিল; তিনি রামের ন্যায় পিতৃভক্ত, লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল এবং পিতার ন্যায় সত্যবাদী ছিলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের তেজ ও ক্রোধ সংযত করিতে পারেন নাই। স্বীয় জননীর মুখে এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরতের ক্রোধানল

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি কঠোর বাক্যে মাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, হায়! আমি পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি! এইক্ষণ রাজ্য লইয়া আর কি করিব? হা নিষ্ঠুরে! তোকে আর আমি মা বলিয়া সম্বোধন করিব না! সামান্য রাজ্যের লোভে তুই আমার পিতার প্রাণ বধ করিলি, রামকে বনে দিলি! রাম তোকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, কৌশল্যাও ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, সেই ভক্তি ও স্নেহের কি এই প্রতিদান হইল? আমি রামকে কিরূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হয় তাহা জানিতে না পারিয়াই তুচ্ছ রাজ্যের লোভে এই বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিস্। আমি কোন মতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দিব না। আমি এখনই বনে গমন করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিব। তাঁহাকে রাজা করিয়া আমরা তাঁহারই দাস হইয়া থাকিব।

ভরত, শোক দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কঠিন বাক্যে জননীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; এবং ক্রোধে অধীর হইয়া মন্দর পর্ব্বতের কন্দরস্থিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি

অঙ্গের বস্ত্রালঙ্কার ছিন্ন ও দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

এদিকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ, এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সচিব ও অমাত্যগণ, ভরতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একে একে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবী কৌশল্যা ক্রন্দন করিতে করিতে ভরতকে কহিলেন, বৎস, তুমি রাজ্যাভিলাষী, নিষ্কণ্টকে রাজ্য পাইয়াছ। তোমার মাতা অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা হস্তগত করিয়াছেন। জানিনা আমার রামকে বনে পাঠাইয়া তাঁহার কি ফল লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, বৎস, আমার রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, সীতা যেখানে বল্কল পরিয়া তাপসতনয়ার ন্যায় বনফল আহরণ করিতেছেন; আর কুমার লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমে রাজ্যসুখ বিসর্জ্জন দিয়া যেখানে যাইয়া বনবাসী হইয়াছেন, আমাকেও সেই অরণ্যে লইয়া চল। রামশূন্য গৃহ আমার নিকট শ্মশানের ন্যায় বোধ হইতেছে। তুমি জননীর সহিত সুখে রাজ্য ভোগ কর, আমি রাম সীতার সহিত অরণ্যে বাস করিব। রামের মুখ দেখিতে পাইলে সেই অরণ্যবাসই আমার স্বর্গবাস বলিয়া বোধ হইবে!

কৌশল্যার মুখে এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষত স্থানে সূচি বিদ্ধ হইলে যেমন হয়, ভরত সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। তিনি অতি কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাতঃ, আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানিনা। আমি কখনও রাজ্য কামনা করি নাই এবং মাতাকেও এবিষয়ে কোন পরামর্শ দেই নাই। আপনি এমন নিষ্ঠুর বাক্য কহিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ নিক্ষেপ করিবেন না। আর্য্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত ভক্তি আছে, তাহা কি আপনি জানেন না? আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, যদি আমি এবিষয়ে কোনও অপ-রাধ করিয়া থাকি, তবে মাতা, পিতা, অতিথি ও সন্তানগণকে উপেক্ষা করিয়া একাকী পান ভোজন করিলে যে পাপ, তাহাই যেন আমার হয়; যে ব্যক্তি কার্য্য করাইয়া ভৃত্যকে বেতন না দেয়, তাহার যে অধর্ম্ম তাহাই যেন আমার হয়; যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন না করেন, তাঁহার যে পাপ তাহাই যেন আমার হয়। আর যে ব্যক্তি তাপস-দিগকে যজ্ঞের দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া না দেয়, তাহার যে পাপ, তাহাই যেন আমার হয়। গুরু-দ্বেষী, মিত্রদ্রোহী ও পরার্থহারীর যে পাপ তাহাই

যেন আমার হয়। আমি যদি 'রামের পরিবর্ত্তে এই রাজ্য আমার হউক' এরূপ কল্পনাও কখন মনে স্থান দিয়া থাকি, তবে যেন আমার পর লোকে সদ্‌গতি না হয়; আমি যেন রামচন্দ্রের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত জীবিত না থাকি—ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আমি আর কিছুই জানি না।

কৌশল্যা ভরতের বাক্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, বৎস, আমি তোমার স্বভাব জানি, অকুল শোক-সাগরে পড়িয়া আমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাই তোমাকে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছি। আমাদের ভাগ্যক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। আশীর্ব্বাদ করি তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি অটল থাকুক; তুমি পিতার ন্যায় সত্যবাদী, রামের ন্যায় পিতৃভক্ত এবং লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল হও। এই বলিয়া কৌশল্যা সস্নেহে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন বশিষ্ঠদেব ভরতকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, রাজকুমার, বৃথা আর শোক করিলে কি হইবে? মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে, এইক্ষণ তোমাকে তাহারই উদ্যোগ করিতে হইবে।

আজিও পিতৃদেহের সৎকার হয় নাই, জানিতে পারিয়া ভরত, সন্তানের কর্ত্তব্যপালন জন্য শোক সংবরণ করিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় আয়োজন সংগৃহীত হইল। ভরত, রাজার মৃতদেহ তৈলপাত্র হইতে তুলিয়া উৎকৃষ্ট শয্যায় স্থাপন করিলেন; তখন বাহকেরা উহা সরযূতীরে লইয়া চলিল। তথায় নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যে চিতা প্রস্তুত হইল; ঋত্বিকেরা রাজার দেহ ঐ চিতার মধ্যে স্থাপন করাইয়া জ্বলন্ত অনলে আহুতি দিতে লাগিলেন, বেদগায়কেরা বেদগানে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজমহিষীগণ শোকাকুল মনে চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন মহাশব্দে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে সেই স্বর্ণকান্তি দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

ভরত দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। পিতৃশোকে তাঁহার চিত্ত একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি চিতামূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "পিতঃ আপনি যে রামচন্দ্রের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এখন অরণ্যবাসী হইয়াছেন, সুতরাং আপনি আমাকে শূন্যে রাখিয়া গেলেন।" ভরতের কাতর বাণী শ্রবণে রাজমহিষীদিগের শোকসিন্ধু প্রবলবেগে উথলিয়া উঠিল, তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত

হইলেন। শত্রুঘ্ন শিশুর ন্যায় আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হা! পিতা আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, রামও অরণ্যে গিয়াছেন, দাদা লক্ষ্মণও রামের অনুগমন করিয়াছেন, তবে আর এই শূন্যনগরে কাহার দিকে চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন হইয়া শূন্য অযোধ্যায় কদাচ প্রবেশ করিব না। এইক্ষণ নিশ্চয়ই অরণ্যবাসী হইব। অরণ্যে যাইয়া যদি রাম লক্ষ্মণের দেখা না পাই, তবে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া রাজার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনের জন্য সকলকে রাজভবনে লইয়া চলিলেন। ভরত অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পরিজনসহ পুরে প্রবেশ করিলেন এবং পিতার সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভরতের পিতৃভক্তির এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিলে, পিতৃস্নেহের অমৃতধারায় প্রাণ অভিষিক্ত হয়, পিতৃভক্তির পবিত্র উচ্ছ্বাসে হৃদয় প্লাবিত হয়। এ পৃথিবীতে পিতৃস্নেহের ন্যায় অপূর্ব্ব বস্তু আর কিছুই নাই—পিতৃভক্তির ন্যায় পবিত্র ধর্ম্মও বুঝি আর নাই!

তোমরা সকলে সেই মনোহর ধর্ম্ম লাভ করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হও ;—প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জনক জননীর সেবা করিয়া মানব-জন্ম সার্থক কর।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাতে ভরতের রাজ্যাভিষেক হইবে, নগরের সর্ব্বত্র এই কথার ঘোষণা হইতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে এবং কৈকেয়ীর উৎসাহে সর্ব্বত্র উৎসবের আয়োজন হইল। পুরবাসীদিগের কাহারও মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই এবং উৎসবে অভিরুচি নাই; তথাপি পাছে রাজার অবমাননা হয়, এই আশঙ্কায় মনের দুঃখ মনে রাখিয়া সকলেই উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইল। স্তুতিপাঠকেরা মঙ্গল বাক্যে ভরতের গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইল। রজনীর অবসান হইবার পূর্ব্বেই রাজ-সভায় লোকের সমাগম হইতে লাগিল। ভৃত্যেরা অভিষেকের জন্য বিবিধ উপকরণ আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল।

রাজধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ, শিষ্যগণসহ সভামণ্ডপে প্রবেশ

করিয়া দূতদিগকে কহিলেন, তোমরা শ্রীমান্ ভরত ও শত্রুঘ্নকে সত্বর এখানে আনয়ন কর। তদনুসারে ভরত আত্মীয় জনসহ অভিষেক সভায় আনীত হইলেন। প্রজা-গণ রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিয়া রাজা দশ-রথের ন্যায় তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিল। সভায় রাজ-সিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত অনুজের সহিত তৎসমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং সিংহাসনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া অমাত্যদিগের আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ভরত, আসন পরিগ্রহ করিলে, বশিষ্ঠদেব সর্ব্ব-সমক্ষে কহিলেন, বৎস, রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ মহা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই পৃথিবীর ভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও পিতৃসত্যপালনের জন্য বনবাসী হইয়াছেন। এই-ক্ষণ তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য পালন কর। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন; রাজার পরম ধর্ম্ম; তুমি পিতার আদেশে সেই রাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যশস্বী হও।

তখন ভরত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, মুনিবর, আপনি জানেন, জ্যেষ্ঠের রাজ্য লাভই আমাদের কুলব্যবহার; আর্য্য রামচন্দ্র আমাদের

জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার পর তিনিই রাজ্যাধিকার করিবেন। এই রাজ্যগ্রহণে আমার কোনও অধিকার নাই। আমার জননী যে অসৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, আমি কদাচ তাহা সফল হইতে দিব না। রাম ভিন্ন এই রাজ্যের আর অন্য রাজা নাই। আমি এখান হইতেই সেই রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করি। ভ্রাতৃপ্রেমে ভরতের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি অবনত মস্তকে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভরতের এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সকলেই "সাধু ভরত, সাধু" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল। "ইনি কি সেই কৈকেয়ীর পুত্র ভরত?" এই বলিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। "হা রাম, হা সীতা!" বলিয়া প্রজাগণ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন ভরত সকলকে সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, প্রজাগণ, তোমরা শান্তভাবে এখানে অবস্থান কর, আমি স্বয়ং যাইয়া বনহইতে রামচন্দ্রকে আনয়ন করিব। আমার অভিষেকের জন্য যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায় রামের জন্য লইয়া যাইব এবং বনমধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিব। আর আমি পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষার জন্য

তাঁহার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাসী হইব। এই-ক্ষণ সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া আমার অনুগমন করুক, শিল্পীরা আমার বনগমনের পথ প্রস্তুত করুক্ এবং যাহারা দুর্গম পথে চলিতে পারে, এমন রক্ষকসকল আমার সঙ্গে চলুক্। সুমন্ত্র, তুমি অবিলম্বে এই কথা নগরমধ্যে ঘোষণা কর। কল্য প্রত্যূষেই আমি যাত্রা করিব। রাজ-পরিজনের মধ্যে যাঁহারা আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরও গমনের আয়োজন করিয়া দাও।

রাম অরণ্যহইতে ফিরিয়া আসিবেন, ভরত স্বয়ং তাঁহাকে আনিবার জন্য যাইতেছেন; এই শুভ সংবাদে নগরবাসীদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। স্ত্রীপুরুষ সকলেই ভরতের প্রশংসা করিতে লাগিল; নগরবাসীরা হর্ষভরে পরস্পর কহিতে লাগিল, "আহা! আমরা কি আবার সেই রাম সীতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইব? সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার চলিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেই আমাদিগের শোক সন্তাপ দূর হইবে।" কৌশল্যা ও সুমিত্রা এই অমৃতময়ী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যেন মৃত প্রাণে জীবন লাভ করিলেন্; যেন নব বারি সিঞ্চনে শুষ্ক তরু পল্লবিত হইল! ফলতঃ এই শুভ সমাচার প্রচারিত হওয়াতে অযোধ্যার মলিনবেশ ও শোকাকুল মূর্ত্তি যেন সহসা

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বনগমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ, সুমন্ত্র প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণ, এবং নগরের প্রধান প্রধান অধিবাসী ও সেনাগণ, ভরতের অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ভরত রাজসভা ভঙ্গ করিয়া বিশ্রামার্থ গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় কুব্জা আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। ভরত রাজা হইয়া গৃহে আসিতেছেন, কুব্জা তাঁহাকে আদর করিয়া লইতে আসিয়াছে। আপনার মহৎ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া সে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছে। সে আজ রাজরাণীর ন্যায় মনোহর বেশভূষা পরিধান এবং সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়াছে! কিন্তু বেশভূষায় কি কুৎসিত কদাপি সুন্দর হইতে পারে? তাহাকে রজ্জুবদ্ধ বানরীর ন্যায় দেখা যাইতেছিল; নগরের বালকগণ তাহাকে লইয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। এমন সময় ভরত ও শত্রুঘ্ন তথায় উপস্থিত হইলেন। ভরত সেই পাপকারিণী কুব্জাকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি সহসা তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে শত্রুঘ্নের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, ভাই! যাহার জন্য রামের বন বাস ও পিতার প্রাণ নাশ হইয়াছে, এই সেই পাপীয়সী কুব্জা; এইক্ষণ তোমার যা ইচ্ছা হয়, কর।

শত্রুঘ্ন, ভরতের আজ্ঞায় কুব্জার কেশাকর্ষণ করিয়া দর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, এই হতভাগিনী, আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের মনে দারুণ বেদনা দিয়াছে, এবং সমস্ত অযোধ্যা রাজ্য ছারখার করিয়া তুলিয়াছে। এ, এখনই ইহার অপকর্ম্মের ফল ভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি কুব্জার কেশ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ এবং প্রস্তরোপরি তাহার মুখ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার সহচরীগণ ভয়ে পলায়ন করিল। কুব্জা প্রাণভয়ে উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার শরীরের বেশ-ভূষা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। কুব্জার ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া পুরজন সকলেই তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার এই দশা দেখিয়া কাহারও মনে দুঃখ হইল না, "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল" বলিয়া সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

তখন ভরত বলিলেন, ভাই, নিরস্ত হও ; স্ত্রীলোকের প্রাণবধ করিতে নাই। আমরা স্ত্রীহত্যা করিয়াছি, এ কথা শুনিতে পাইলে রামচন্দ্র আর আমাদের মুখ দেখি-বেন না। উহার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে ; এইক্ষণ উহাকে রাজপুরীহইতে বহিস্কৃত করিয়া দাও, প্রাণে বধ করিওনা ভরতের আজ্ঞায় শত্রুঘ্ন কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন: সে আর পশ্চাতে না চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অযোধ্যাবাসিগণ অতিকষ্টে সে রজনী অতিবাহিত করিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রাজপথে জনস্রোত বহিতে লাগিল। চতুরঙ্গ সেনা সুসজ্জিত হইয়া নগরের তোরণ-দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। রামের দর্শনে কাহার অনিচ্ছা? সকলেই বনগমনে উদ্যত হইল। তখন ভরত সকলকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, আমি জগতের হিতসাধন জন্য, আর্য্য রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় আনিতে বাসনা করিয়াছি, তোমরা সাবধানে রাজধানী রক্ষা কর। সৈন্যগণ, প্রধান প্রধান অমাত্য ও পুরোহিতগণ, এবং রাজপরিজনবর্গ আমার সহিত গমন করুন।

এইরূপে প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া ভরত রথে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন; সুশিক্ষিত বীর পুরুষেরা হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী, পুরস্ত্রীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া হৃষ্ট-মনে যানে আরোহণ করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক ও বহুসংখ্যক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভরতের অনুসরণ করিলেন। সকলে যাইতে যাইতে রামচরিত্রের মনোহর কথা পরস্পরের নিকট বলিয়া পথের শ্রান্তি নিবারণ করিতে লাগিলেন।

ভরতের আগমনে অরণ্য ভূমি যেন অপূর্ব্বশ্রী ধারণ

করিল। প্রাতঃসমীরণের সুশীতল হিল্লোলে সকলের শরীর স্নিগ্ধ হইতে লাগিল। প্রস্ফুটিত বনপুষ্পের মনোহর গন্ধে সকলের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। অশ্বগণের হ্রেষা শব্দে, সৈন্যগণের জয় শব্দে, কুলকন্যা-গণের মঙ্গল শব্দে আর ব্রাহ্মণগণের বেদশব্দে অরণ্য ভূমি কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

অনন্তর তাঁহারা বহু স্থান অতিক্রম করিয়া ভাগিরথী তীরে উপনীত হইলেন। নিষাদপতি গুহ এই স্থানের রাজা। ভরত সৈন্যদিগকে গমনে অনিচ্ছুক দেখিয়া এবং গঙ্গাপুলিনের মনোহর শোভা অবলোকন করিয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, অদ্য আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য ভাগিরথী পার হইব। অতএব অদ্য এখানেই শিবির সন্নিবেশিত কর।

তখন ভরতের আজ্ঞাক্রমে শিবির সন্নিবেশিত হইল। সকলে গঙ্গাসলিলে স্নান তর্পনাদি করিয়া শরীর মন পবিত্র করিলেন। ভরত অনুযাত্রীদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া, কি বলিয়া রামকে প্রতি নিবৃত্ত করিবেন সেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। আমরাও ভ্রাতৃবৎসল ভরতের মনোহর চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে এখানেই গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলাম।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিষাদরাজ গুহ লোকমুখে ভরতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি জ্ঞাতিবর্গকে বলিলেন, দেখ, রাম আমার প্রভু ও মিত্র, ভরত তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা; অতএব রামের ন্যায় ইঁহাকেও ভক্তি করা আমাদের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ইনি রাজা ও অতিথি; এরূপ রাজ-অতিথি প্রাপ্ত হওয়া সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। চল আমরা যাইয়া ইঁহার অভ্যর্থনা করি। নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে এইরূপ বলিয়া মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

দূরহইতে গুহকে আসিতে দেখিয়া সুমন্ত্র ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার, রামের প্রিয়তম সখা গুহ জ্ঞাতি-গণ সহ এখানে আসিতেছেন। ইনি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও ব্যবহারে ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে সকলের সম্মানের পাত্র। এই বৃদ্ধ, রামচন্দ্রের সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন, এইক্ষণ রামলক্ষ্মণ যেখানে আছেন তাহাও জানেন।

অতএব ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন্। ভরত কহিলেন, সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র যাইয়া নিষাদরাজকে আমার নিকট লইয়া আইস। রাম যাঁহাকে মিত্র বলিয়াছেন, তিনি আমারও মিত্র ও নমস্য।

তখন নিষাদরাজ জ্ঞাতিগণের সহিত ভরতের নিকট যাইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকুমার, এই দেশ তোমার গৃহবিশেষ, কিন্তু তুমি অগ্রে আগমনসংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ। আমরা তোমার অভ্যর্থনার কোন আয়োজনই করিতে পারি নাই। যাহাহউক, আমাদের সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি; আমরা তোমার দাস, তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি। নিষাদেরা বন্য ফল মূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে, শুষ্ক মাংস ও অন্যান্য বন্যখাদ্য ও সংগৃহীত আছে; তোমার সৈন্যেরা অদ্য আমাদের কুটীরে আহার ও বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। তুমি দয়া করিয়া দীনহীন দাসের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ভরত কহিলেন, নিষাদরাজ, তুমি রামের প্রিয় সখা সুতরাং আমারও মিত্র ও নমস্য। তোমাকে দেখিয়া রামের কথা পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদিত হইতেছে। তুমি যে আমার এইসকল সৈন্যের আতিথ্য করিতে ইচ্ছা

করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইল। দেখ, রামের জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, বল, আমি কোন্ পথে যাইলে শীঘ্র তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব। গঙ্গার এই তটদেশ বড়ই দুর্গম বোধ হইতেছে, বল দেখি আমি কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিব?

তখন গুহ কহিলেন, রাজকুমার, নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, গমনকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে, আমিও যাইব। এইক্ষণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি অভিপ্রায়ে রামের নিকট যাইতেছ? তোমার সঙ্গে অসংখ্য সেনা ও অস্ত্র শস্ত্র দেখিয়া আমার মনে নানারূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে। ভরত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, নিষাদরাজ, যে সময়ে রামের অনিষ্ট চিন্তা মনে করিতে হইবে, সে সময় আসিবার পূর্ব্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃ-তুল্য; পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, এইক্ষণ রামই অযোধ্যার রাজা হইবেন। আমি তাঁহাকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্তই গমন করিতেছি। তুমি এবিষয়ে অন্য কোন আশঙ্কা মনে স্থান দিও না।

নিষাদপতি, ভরতের কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজপুত্র, তুমি যখন হস্তগত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার জন্য অরণ্যে যাইতেছ, তখন তুমিই ধন্য!

এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখিতেছি না। তোমার এই কীর্ত্তিকথা চিরদিন পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে।

এইরূপ কথোপকথন কবিতে করিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। নিষাদপতি পরমযত্নে সকলের. পরিচর্য্যা ও অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর ভরত নিষাদরাজকে আহ্বান করিয়া তাঁহার মুখে রামের বনবাস বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। রামের কথা শুনিবার জন্য কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপরিজনেরাও তথায় আগমন করিলেন। তখন ভরত সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষাদরাজ, আর্য্য রামচন্দ্র কোথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন? জানকী ও লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিলেন? কিরূপ শয্যায় শয়ন করিলেন? তোমার নিকট আমাদের কথাই বা কি বলিলেন? তুমি সকল কথা বিস্তার করিয়া বল, শুনিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে।

তখন গুহ অতি হৃষ্টমনে এইরূপে রামগুণ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন! "রাজকুমার, আমি অধম, আমি সেই মনোহর রাম চরিত্রের কথা কি বুঝিব? সে চরিত্রের মহিমা কিরূপেই বা কীর্ত্তন করিব? তবে সেই দয়ার সাগর রাম আমার কুটীরে আসিয়া যেরূপ

ব্যবহার করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি তাঁহাদের আহারের জন্য নানাবিধ ফল মূল উপহার দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি পরের দান গ্রহণ করেন না বলিয়া তৎসমুদায় ফিরাইয়া দিলেন, এবং আমাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য সহাস্য মুখে সুমধুর বচনে কহিলেন, সখে, দান করাই আমাদের কর্ত্তব্য, দান গ্রহণ করা বিধেয় নহে; তুমি আমার পরিচর্য্যার জন্য যে যত্ন করিতেছ, ইহাতেই আমি অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলাম। পরে লক্ষ্মণ জাহ্নবীহইতে জল আনয়ন করিলে, তিনি পত্রপুটে তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন। লক্ষ্মণও সেই পীতাবশিষ্ট সলিল পান করিয়া রহিলেন। তারপর তাঁহারা শান্ত-চিত্তে সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে অযোধ্যা বিষয়িণী নানা কথার প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। রাম সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুমন্ত্র, বোধ হয় এতক্ষণ পুরবাসিগণ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি-বশতঃ নিরস্ত হইয়াছেন। রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়াছে; অন্ধকার যেমন বসুমতীকে মলিন করিতেছে, সেইরূপ শোকান্ধকারে অযোধ্যাকে না জানি কেমন মলিন ও আকুল করিয়া তুলিয়াছে! হা! জননী কৌশল্যা, দেবী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, এরূপ

বোধ হয় না। যদি থাকেন তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। সীতাকে গৃহে না দেখিয়া আমার জননী ও বধূগণ না জানি কতই বিলাপ করিতেছেন। আহা! তাঁহাদের হয় ত আজ আহার নিদ্রা কিছুই হইবে না। প্রাণের ভাই ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় আসিয়া যখন আমাদের দেখা পাইবেন না, তখন না জানি তাঁহাদের মনে কত ক্লেশই উপস্থিত হইবে। আমি তাঁদের মন জানি, ভাই বলিয়া তাঁদের প্রাণ ব্যাকুল হইবে! রাজত্ব পাইয়াও তাঁহারা সুখী হইতে পারিবেন না। হা! মাতা কৈকেয়ীর হৃদয়ও এখন অবশ্যই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। বিধি বিপাকে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে। এ বিষয়ে তাঁহার কোনও দোষ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

রাম-মুখ-বিনিঃসৃত এই সকল অমৃত কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই শোকদুঃখে অধীর হইয়া উঠিলেন, ক্রন্দনধ্বনি ও দীর্ঘ নিশ্বাস শব্দে সেই স্থান আকুল হইতে লাগিল। হায়! কি হইল! আমি অতি নরাধম! কেবল আমারই নিমিত্ত সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্র বনবাসের দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন; আমারই জন্য স্বর্ণ প্রতিমা সীতাদেবী কঠিন ভূমি শয্যায় শয়ন ও উপবাসে নিশা যাপন করিতেছেন; এবং আমারই জন্য স্নেহের ভাই

লক্ষ্মণ অকালে তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে পর্য্যটন করিতেছেন! আমার জীবনে ধিক্!” এই বলিয়া ভরত শোকভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। শত্রুঘ্নও ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উপবাসকৃশা কৌশল্যা ভরতকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস, শোক-সংবরণ কর, তুমি শোকদুঃখে এরূপ অভিভূত হইলে আমরা কাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণধারণ করিব? এই সকল রাজপরিবার আজি তোমাকে লইয়াই বাঁচিয়া আছে। রাম লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন, মহারাজ দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, আজি তুমিই আমাদিগের একমাত্র রক্ষক ও অবলম্বন।

ক্ষণকাল পরে ভরত, গাত্রোত্থান করিয়া, নিষাদ-পতিকে কহিলেন, নিষাদরাজ, যে স্থানে তৃণশয্যায় রাম রাত্রি যাপন করিয়াছেন, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল। আমি সেই পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব।

তখন নিষাদপতির নির্দ্দেশক্রমে সকলে গঙ্গাতীর-স্থিত বৃক্ষবাটিকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া গুহ বলিলেন, রাজকুমার, এই সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের মূল,

এই সেই তৃণশয্যা, ইহাতেই রাম ভার্য্যার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। আর সেই সময় মহাবীর লক্ষ্মণ, ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রামের চতুর্দ্দিক রক্ষা করেন; আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত সমস্ত রজনী এখানে অবস্থান করি।

সকলে শোকাকুলমনে সেই স্থান দেখিতে লাগিলেন। ভরতের প্রাণ, ভ্রাতৃ-স্নেহে আকুল হইয়া উঠিল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, দেখ, এই আমার ভ্রাতা রামের শয্যা! মহাত্মা রাম এই ভূমিতে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছেন! হায়! সুকোমল মৃগলোম-নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করা যাঁহার অভ্যাস, এইক্ষণ তিনি এই কঠিন মৃত্তিকায় তৃণশয্যায় শয়ন করিতেছেন! যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকলেরই আদর ও স্নেহের পাত্র, যিনি কখনও দুঃখভোগ করেন নাই, সেই প্রিয়দর্শন রাম কিরূপে ভূতলে শয়ন ও উপবাসে রাত্রি যাপন করিতেছেন! রামের তৃণশয্যা কদাপি বিশ্বাস যোগ্য নহে; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে না; জ্ঞান হইতেছে, যেন আমি জাগরিত থাকিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছি।

হা! এই বৃক্ষমূলে কর্কশ ভূমিতে রাম শয়ন করিয়া

ছিলেন! তিনি শ্রান্তিবশতঃ যে অঙ্গপরির্ত্তন করিয়া ছিলেন, এই তাহার চিহ্ন! বোধ হয়, এই তৃণশয্যায় অলঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ পতিত রহিয়াছে। আহা! স্বামীর শয্যা যেরূপই হইক, সতীর পক্ষে তাহাই পরম সুখকর! নতুবা সেই সুকুমারী সীতা কিরূপে এই কঠিন শয্যায় শয়ন করিলেন? লক্ষ্মণই ধন্য! তিনি এই সঙ্কট কালে রামের অনুসরণ করিয়াছেন! জানকীও তাঁহার সহিত যাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। হা! কেবল আমরাই সে সুখে বঞ্চিত রহিলাম!

অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিব! রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিব। ইহাতে তাঁহার সত্য পালনের অন্যথা হইবে না। নিষাদরাজ, তুমি বলিলে, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ সমস্তরাত্রি জাগরিত ছিলেন; তখন কি তিনি আমাদের কথা কিছু বলিলেন? তাঁহার মুখের কথা শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি যাহা জান, অকপটে প্রকাশ কর।

তখন গুহ কহিলেন, আমি, লক্ষ্মণকে ধনুর্হস্তে জাগরণ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম, "রাজপুত্র, তোমার জন্য এই শয্যা প্রস্তুত আছে, ইহাতে বিশ্রাম

কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, তুমি কদাচ পারিবে না। দেখ, এইক্ষণ রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম ; রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহ নাই ! এই স্থানে বহুসংখ্যক নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অনায়াসে জানকীর সহিত প্রিয় সখাকে রক্ষা করিতে পারিব।”

তখন লক্ষ্মণ সজলনেত্রে কহিলেন, “নিষাদরাজ, এই রঘুকুলতিলক রাম, জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি ? আমি কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব ? পিতা বহু তপস্যার ফলে ইঁহাকে পাইয়াছেন. ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ ! ইহাকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যারও লোকান্তর প্রাপ্তি হইবে। আমার জননীও পতিপুত্রের শোকে দেহ পরিত্যাগ করিবেন। সমস্ত অযোধ্যাপুরী ছার খার হইয়া যাইবে। হা ! আর কি আমরা সত্য-প্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইতে পারিব !” লক্ষ্মণ এইরূপ পরিতাপ করিতেছিলেন, এমন সময় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহারা এই জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া মস্তকে

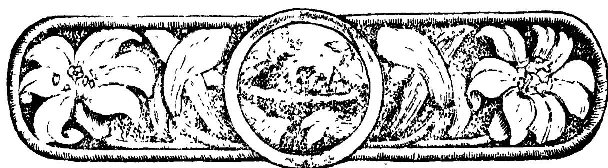
জটা ও অঙ্গে বল্কল ধারণ করিলেন এবং আমার সাহায্যে গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তখন ভরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সকলকে শিবিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে সকলে শিবিরে প্রবেশ করিলে, তিনি একাকী সেই বৃক্ষমূলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রামচন্দ্রের মনোহর চরিত্র কথা চিন্তা করিতে করিতে অতি কষ্টে সেই দুঃখময়ী যামিনী যাপন করিলেন।

কত যুগযুগান্তর চলিয়া গেল, ভ্রাতৃপ্রেমের এই অমৃত কথা আজিও পুরাতন হইল না! যখনই এই মনোহর চিত্র মানসপটে উদিত হয়, এবং ভ্রাতৃপ্রেমের এই অমৃত বাণী যখনই শ্রবণগোচর হয়, তখনই হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ যেন পুণ্যসলিলে অবগাহন করিতে থাকে। কর্ণ ঐ অমৃতকথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে চায়, রসনা ঐ অমৃত বাণী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করে! আর মনে হয়, কবে আমরা রামলক্ষ্মণের পদতলে বসিয়া মধুময় ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষা করিব? কিরূপে ভ্রাতার জন্য সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন করিতে হয়, কবে আমরা ভরতের নিকট সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব? হা! আমাদিগের সেদিন গত হইয়াছে।

এইক্ষণ আমরা হিংসাদ্বেষ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হইয়া, সেই পবিত্র আর্য্যবংশের কলঙ্করূপে, জননী জন্মভূমির বক্ষঃস্থল সন্তপ্ত করিতেছি !





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রজনীর অবসান হইল। পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল; বিহঙ্গেরা সুমধুর শব্দে কোলাহল করিয়া অরণ্যের নিস্তব্ধতা দূর করিয়া দিল। তখন ভরত ভূমি-শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবির সমীপে যাইয়া কহিলেন, শত্রুঘ্ন, আর কেন শয়ন করিয়া আছ? এইক্ষণ উত্থান করিয়া অবিলম্বে নিষাদপতি গুহকে আহ্বান কর; তিনি আসিয়া আমার সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন, আর্য্য, আমিও আপনার ন্যায় দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, জাগিয়াই আছি।

অনন্তর অধিপতির আজ্ঞাক্রমে নিষাদগণ বহুসংখ্যক নৌকা আনিয়া ভরতের সৈন্যদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিল। নিষাদপতিও জ্ঞাতিগণের সহিত ভরতের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা বনভূমি কোলাহলময় করিয়া, মৃগপক্ষীদিগকে চকিত ও ভীত করিয়া, দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন সময়ে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইলেন।

তথা হইতে ভরদ্বাজের আশ্রম অর্দ্ধক্রোশ মাত্র ব্যবধানে ছিল। পাছে আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় সৈন্যদিগকে সেই বনমধ্যে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, ভরত স্বয়ং পদব্রজে বশিষ্ঠদেবের সহিত আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র আসনহইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বশিষ্ঠদেব ভরতের পরিচয় প্রদান করিলে, ভরদ্বাজ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরতও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভরদ্বাজ কহিলেন, ভরত, তুমি রাজ্য-শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলে, তোমার সহসা এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? সম্প্রতি অযোধ্যায় যে সকল দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, আমি সকলই অবগত আছি। তোমার পিতা পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন, রাম লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়াছেন; এই-ক্ষণ অযোধ্যার রক্ষা ও প্রজার পালন তোমারই কার্য্য; তুমি সে গুরুতর কর্ত্তব্যভার কাহার হস্তে দিয়া অরণ্যে আগমন করিয়াছ?

ভরত কহিলেন, মুনিবর, আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য; কিন্তু জ্যেষ্ঠের অধিকার গ্রহণ করিয়া আমি চিরকালের জন্য কলঙ্কভাগী হইতে ইচ্ছা করি না।

এরূপ রাজত্বে আমার অভিরুচি নাই। আমার জননী মোহবশতঃ যাহা করিয়াছেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট নহি। এইক্ষণ আমি রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য সৈন্য ও পরিজনসহ এখানে আগমন করিয়াছি। রামই অযোধ্যার রাজা; আমরা তাঁহার দাস। সেই মহারাজ রাম এখন কোথায় আছেন, আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন্।

ভরদ্বাজ, ভরতের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কুমার, তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই গুরুভক্তি, লোভদমন ও সৎপথে প্রবৃত্তি তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। আমি রামকে জানি, তিনি এইক্ষণ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। কিন্তু বৎস, আমার বোধ হইতেছে, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে না। সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম, পিতৃসত্য পালনের জন্য সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন, তিনি যে এইক্ষণ তাহার অন্যথা করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। ভরত কহিলেন, আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিব; যদি তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিব, আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না। এবিষয়ে তিনি আমাকে কোন মতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

ভরত সপরিবারে ভরদ্বাজের আতিথ্য গ্রহণকরিয়া সে রজনী তথায় যাপন করিলেন। পরদিন সকলে মুনির চরণে প্রণিপাত করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ কিয়দ্দূর তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া রাম দর্শনার্থী ভরতকে কহিলেন, বৎস, এইস্থান হইতে আড়াইক্রোশ অন্তর চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে; উহার বন ও প্রস্রবণ অতি মনোহর! ঐ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বদিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। রাম ঐ চিত্রকূটে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। তুমি এইক্ষণ যমুনার দক্ষিণতীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন কর, পরে ঐ পর্ব্বতের বামভাগে যে পথ দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, তাহা ধরিয়া অল্পদূর যাইলেই, রামের আশ্রমে উপস্থিত হইবে।

মহর্ষির নির্দ্দেশ ক্রমে ভরতের চতুরঙ্গ সেনা অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, ভরতের অনুযাত্রী সৈন্যগণ সেইরূপ বন-ভূমিকে আবৃত করিয়া চলিল। সৈন্যের কোলাহলে অরণ্যের শান্ত ও গম্ভীর ভাব দূর হইয়া গেল। গজ-যূথের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষসকল পুষ্প বর্ষণ করিয়া যেন ভর-তের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মৃগ ও ময়ূরগণ ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তাহাতে অরণ্যের সুন্দর

দৃশ্য আরও মনোহর হইয়া উঠিল! বনের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ভরত সুমন্ত্রকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ যে প্রদেশের কথা কহিয়াছেন, বোধ হয় আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। ঐ সেই চিত্রকূট পর্ব্বত, উহার নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই অরণ্য জন-শূন্য ও ভয়শঙ্কুল হইলেও আজি আমি ইহাকে জন কোলাহল পূর্ণ অযোধ্যার ন্যায় দেখিতেছি! দেখ দেখ, বনমধ্যে রথসকল কেমন শীঘ্র যাইতেছে! এই স্থান অতি মনোহর! এই পর্ব্বত-প্রদেশ শান্তি ও পুণ্যের নিত্য আবাস বলিয়া বোধ হইতেছে! এইক্ষণ প্রধান প্রধান সৈনিকেরা রামের অনুসন্ধানে গমন করুক। দেখ যতক্ষণ না আমি রামের দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার চরণ যুগল মস্তকে ধারণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ না তিনি অযোধ্যায় যাইয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতেছেন, ততক্ষণ আমার মনে কিছুতেই শান্তিলাভ হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত রামের অন্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন এবং শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও গুহকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। বশিষ্ঠদেবের প্রতি পরিজনের ভার অর্পিত হইল।

ভরত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাপস-নিবাসতুল্য এক পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে অগ্নি

জ্বলিতেছে; গৃহমধ্যে আহারের জন্য ফল মূল, শীত নিবারণের জন্য মৃগচর্ম্ম এবং দেবার্চ্চনার জন্য সুগন্ধি পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে। বৃক্ষশাখায় আর্দ্র বল্কল শুষ্ক হইতেছে এবং তীরধনু বিলম্বিত রহিয়াছে। তখন ইহাই রামের আশ্রম বুঝিতে পারিয়া ভরতের মনে আশার উদয় হইল; জ্ঞান হইল যেন তিনি অকুল সাগরে কুল পাইলেন!

এদিকে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে মনের সুখে বাস করিতেছেন। রামের চিত্ত ধৈর্য্য ও শান্তিতে পূর্ণ; পৃথিবীর সুখদুঃখে সে হৃদয় চঞ্চল হয় না! ফলতঃ ধর্ম্ম ও সাধুতায় যে সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ হয়, সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য পাইলেও তাহার বিনিময় করা যায় না। রাম, পিতার আজ্ঞা-পালন ও তাঁহাকে প্রতিজ্ঞার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া-ছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া অম্লানবদনে 'বনবাসের ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। স্নেহময়ী জননীর কথা মনে করিয়া সময় সময় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, সীতা ও লক্ষ্মণের শারীরিক ক্লেশ দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়, কিন্তু সত্যপালনরূপ মহাব্রতের কথা স্মরণ করিয়া সে সকল ভুলিয়া যান, প্রকৃতির মনোহর শোভা দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করেন।

যখন ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল, তখন রাম, জানকীর সহিত, পর্ব্বতের শোভা দর্শন করিতেছিলেন। রাম স্বভাবের শোভায় মুগ্ধ-হইয়া কহিলেন, জানকি, এই রমণীয় পর্ব্বত দর্শনে আমার সকল শোক দূর হইয়াছে; রাজ্যনাশ ও সুহৃদ-বিচ্ছেদে আমায় আর তেমন কাতর করিতে পারিতেছে না। দেখ, পর্ব্বতের কি অপূর্ব্ব শোভা! ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ, কোন স্থান উদ্যানতুল্য! চারিদিকে নানাবর্ণের শিলাখণ্ড কেমন শোভা পাইতেছে! বিশাল বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া আকাশে উত্থিত হইয়াছে। লাবণ্যময়ী স্বর্ণলতা তরুশির বেষ্টন করিয়া কি মনোহর শোভাই প্রকাশ করিতেছে। এই পর্ব্বত, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতায় এরূপ আবৃত যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, নীলবর্ণ মেঘমালায় পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ নিরন্তর বেষ্টিত রহিয়াছে। নানা জাতীয় বিহঙ্গের সুমধুরস্বরে বনভূমি শব্দায়মান হইতেছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী, নির্ম্মল জলপ্রবাহে পর্ব্বতের দেহ বিধৌত করিতেছে। সমীরণ কন্দরহইতে কুসুমগন্ধ বহন করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও পুলকিত করিতেছে! এইক্ষণ আমি সত্যব্রত পালন করিয়া যদি তোমাদের সহিত এই স্থানে চতুর্দ্দশ বৎসর

যাপন করিতে পারি, তবে আর কোন দুঃখ আমার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিবে না!

অনন্তর রাম, একটী সুন্দর পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া, সীতাকে কহিলেন, দেবি, দেখ দেখ, পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা কেমন প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছেন! এই নদীর পুলিন অতি রমণীয়! উহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া যেন নির্ম্মল জলে আপনার শোভা আপনি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে! উহাদের শাখা-গুলি বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন, পর্ব্বত স্বয়ংই আনন্দে নৃত্য করিতেছে! ঐ দেখ, জটাধারী মুনিগণ গঙ্গায় অবগাহন করিতেছেন। উঁহাদের কি তপঃপ্রভাব! দেখ দেখ সারসাদি জলচর পক্ষিগণ, উঁহাদের সহিত একত্র জলকেলী করিতেছে! মানুষ বলিয়া ভয় করিতেছে না!

রাম, সীতার সহিত, এইরূপ মনোহর কথাপ্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময় সৈন্যের পদধূলিতে আকাশ যেন মেঘাবৃত বোধ হইল, জনতার কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইল। অকস্মাৎ এই জনকোলাহল শুনিতে পাইয়া এবং মৃগদিগকে মহাভয়ে চারিদিকে ধাবমান হইতে দেখিয়া, রাম, লক্ষ্মণকে ডাকিয়া কহিলেন,

লক্ষ্মণ, দেখ, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় কোলাহল শব্দ শুনা যাইতেছে, মৃগাদি ভয়ে পলায়ন করিতেছে, ইহার কারণ কি? কোনও রাজা কি বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? তুমি শীঘ্র যাইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ, এক উচ্চ শাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন পূর্ব্বদিকে হস্তী, অশ্ব, ও রথে আরোহণ করিয়া অসংখ্য সৈন্য আসিতেছে। তিনি রামকে এই কথা জানাইয়া কহিলেন, আর্য্য! এইক্ষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত করুন্, জানকী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন্, এবং আপনি বর্ম্ম ধারণ ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকুন।

রাম উত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ, ঐ সকল সৈন্য কাহার বলিয়া বোধ হয়, অগ্রে তাহারই অনুসন্ধান কর। তখন লক্ষ্মণ, বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঐ সকল অযোধ্যার সেনা; তাঁহার বোধ হইল, ভরত রামের অনিষ্ট কামনা করিয়া, সসৈন্যে আগমন করিতেছেন! তখন তিনি ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রূঢ়বাক্যে কহিলেন, আর্য্য, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার বাসনায়, সসৈন্যে আগমন করিতেছে! বহুসংখ্যক অশ্বারোহী

সজ্জিত হইয়া এই দিকে আসিতেছে। এইক্ষণ চলুন, আমরা শরাসন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকি। যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব! যাহার জন্য আপনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে অধর্ম্ম হইবে না। এইক্ষণ আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন্। এই বলিয়া তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

তখন রাম, সুমধুরবাক্যে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস, স্নেহের ভাই ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, এইক্ষণ আর অস্ত্র শস্ত্রে প্রয়োজন কি? আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে আসিয়াছি, যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া আমার কি হইবে? ভ্রাতার রক্তপাত করিয়া যে রাজ্য লাভ করিতে হয়, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় কদাপি তাহা গ্রহণ করিব না। বৎস, তোমার চিত্তে সহসা এরূপ বিকার কেন উপস্থিত হইল? আমি ভরতের স্বভাব জানি, তিনি ভ্রমেও কখন আমাদের অহিত চিন্তা করিবেন না। আমার বোধ হইতেছে, প্রাণাধিক ভরত, মাতুল গৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়া, আমাদের বনবাস-

সংবাদে অতিশয় দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়াছেন, এবং স্নেহ বশতঃ আমাদিগকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিতেছেন। তাঁহার আগমনের অন্য কোনও অভি-প্রায় কল্পনা করিও না। তুমি যে আজি ভরতহইতে এরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি? তিনি কি কখনও আমাদিগের কোনও অপকার করিয়া-ছেন? তাঁহার কোন দিনের কোন ব্যবহারে কি আমার প্রতি ভক্তির অভাব, সীতার প্রতি প্রীতির অভাব, অথবা তোমার প্রতি স্নেহের অভাব, দেখা গিয়াছে? তবে আজি তোমার এরূপ চিত্তভ্রম কেন ঘটিল? তুমি তাঁহার বিষয়ে এরূপ বাক্য আর মুখে আনিও না; ভরতকে রূঢ়কথা কহিলে, আমাকেই বলা হয়! জানি না, তুচ্ছ রাজ্যের লোভে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কিরূপে বিনাশ করে!

ধর্ম্মপরায়ণ রামের মুখে এইরূপ অনুযোগ বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় যেন দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন! তিনি মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন; লজ্জায় তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! তখন রাম, তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া বিষয়ান্তরে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কহিলেন, লক্ষ্মণ, আমার বোধ হয়, পিতা স্বয়ংই আমাদিগকে

দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। দেখ, সুখভোগে কাল-কর্ত্তন করা আমাদের অভ্যাস, অরণ্যবাসে আমাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, এইরূপ মনে করিয়াই পিতা আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইতে আসিয়া থাকিবেন। আমাদিগের এই তপস্বীর বেশ দেখিয়া না জানি তাঁহার মনে কতই কষ্ট হইবে! আহা! আজি যদি আমরা সেই স্নেহময় পিতার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, যদি তাঁহার পবিত্র চরণ মস্তকে ধারণ করিতে পারি, তবে কি সুখের বিষয় হয়!

এমন সময় ভরত দীনবেশে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় রামের পদতলে পতিত হইলেন! তিনি কেবল একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, "আর্য্য—" অমনি তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! কেবল অবিরল ধারায় নেত্রজল বর্ষণ করিয়া রামের চরণ-যুগল ধৌত করিতে লাগিলেন!

ভরত রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিয়াছেন, শোকে ও উপবাসে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; রাম প্রথমে যেন তাঁহাকে চিনিতেই পারিলেন না; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই চির পরিচিত মুখমণ্ডল চিনিতে পারিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। ভ্রাতার হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া ভরত বালকের ন্যায় রোদন

করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃ-স্নেহে রামের হৃদয়ও প্লাবিত হইয়া গেল। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন সেখানে অতি অপরূপ দৃশ্য উপস্থিত হইল! শত্রুঘ্ন রামের পদ-বন্দনা করিয়া লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন, লক্ষ্মণও স্নেহের ভাইকে সাদরে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাপসবেশ-ধারিণী কৃশাঙ্গী সীতা তথায় উপস্থিত হইলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই, বাক্য বলিবার শক্তিও তাঁহাদিগের নাই। সাই একের মুখের দিকে অন্যে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়, শোকে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া যায়!

সে দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইল যেন, ভ্রাতৃ-স্নেহের চারিটী অমৃত ধারা আসিয়া চিত্রকূট-শিখরে মিলিত হইয়াছে! আর তাহার প্রবল তরঙ্গে সকলের দুঃখ সন্তাপ কোথায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে!

বার বার ভ্রাতৃ-স্নেহের প্রবল তরঙ্গ উঠিতে লাগিল—একের হৃদয়ের নীরব প্রীতি অন্যের হৃদয়ে লাগিয়া সন্তাপিত প্রাণ শীতল করিল! বহু সময় অতীত হইল, তথাপি সে তরঙ্গ থামিল না, সে রোদনেরও নিবৃত্তি হইল না! তাঁহারাই বুঝিলেন সে মিলনে কত

আনন্দ! আর তাঁহারাই বুঝিলেন, সে রোদনেই বা কত সুখ!

সুমন্ত্র প্রভৃতি, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন! কাননের পশু পক্ষী সে শোভা দেখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল! সে পবিত্র দৃশ্যের সম্যক্ বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই, সুতরাং অশ্রুপূর্ণনয়নে এখানেই পট নিক্ষেপ করিতে হইল।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ, রাজমহিষীদিগকে লইয়া আশ্রমের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, রাম, সীতার সহিত ভূতলে উপবিষ্ট আছেন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া অধোমুখে অশ্রুপাত করিতেছেন; আর ভরত, রামের পদতলে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইতেছেন! রামের শরীর শীর্ণ ও মুখকমল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পরিধান বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে আচ্ছাদিত! রামের এই বেশ দেখিয়া কৌশল্যার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল! তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজাগণ রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এইক্ষণ বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে! স্বর্ণসিংহাসন যাঁহার উপযুক্ত আসন, তিনি আজ তৃণশয্যায় বসিয়া আছেন! বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এখন বৃক্ষের বল্কল ধারণ করিতেছেন! সুন্দর কৃষ্ণকেশে যে মস্তকের

শোভা হইত, আজি তাহা জটাজালে আচ্ছাদিত হইয়াছে! যে অঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, এইক্ষণ তাহা ভস্মে আবৃত ও মলিন হইয়া গিয়াছে! হায়! এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়াও আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইল না!

মহিষীগণ শোকাকুলমনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন রাম গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে রামের গাত্রধূলি মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন! লক্ষ্মণ মাতৃগণের চরণ বন্দনা করিলে তাঁহারা অতি স্নেহে তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিলেন! তখন বনবাসক্লশা জানকী আসিয়া সজলনয়নে শ্বশ্রূগণের চরণে প্রণাম করিলেন; কৌশল্যা তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, হা! জনকরাজদুহিতা, রঘুকুলবধূ, রামের ভার্য্যা কিরূপে এই বনবাসের ক্লেশ সহ্য করিতেছেন! বৎসে, তোমার মুখকমল শুষ্ক ও মলিন দেখিয়া আমার প্রাণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! হা! এই দৃশ্য দেখাইবার জন্যই কি বিধাতা আজিও আমাকে জীবিত রাখিয়াছেন?

তখন কৈকেয়ীকে নিতান্ত সঙ্কুচিতা ও সকলের পশ্চাৎবর্ত্তিনী দেখিয়া, রাম তাঁহার নিকট যাইয়া কহি-

লেন, মাতঃ আপনি অত সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইতেছেন কেন? দৈব ঘটনায় এই বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আপনার কোনও দোষ নাই, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন্। রামের এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীর প্রাণ শোকদুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িল, তিনি অবনতমুখে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন; দুঃখে তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি একটী কথাও বলিতে পারিলেন না!

সকলে এইরূপ আক্ষেপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময় ভরতের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশ করিল। রামসীতার তপস্বীর বেশ দেখিয়া তাহাদের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল! তখন রাম, গাত্রোত্থান করিয়া বাৎসল্য-ভরে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন, উহারাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিল! অনন্তর রাম, বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন; ভরতও মন্ত্রী, সেনাপতি, ও পৌরজনের সহিত, এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

তখন রাম, ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তোমরা সকলে এ সময় কেন অরণ্যে আসিয়াছ? আমার পিতা কোথায়? তাঁহাকে না দেখিয়া আমার মন অস্থির ও আকুল হইতেছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ

করিয়া তোমার এখানে আইসা উচিত হয় নাই। তুমি বালক, রাজ্যে ত কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই? আমার ধর্ম্মপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন ?

ভরত অশ্রুপূর্ণমুখে উত্তর করিলেন, আর্য্য, বলিব কি, সে দুঃখের কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! আপনাকে বনবাস দিয়া সেই সত্যবাদী পিতা পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন! তিনি কিছুতেই আপনাহইতে চিত্ত ফিরাইতে পারিলেন না; আপনার শোকেই রুগ্ন হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ করিতে করিতেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! এইক্ষণ অযোধ্যা অনাথা হইয়া আপনার জন্য হাহাকার করি- তেছে। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার নিকট আসিয়াছেন, এইক্ষণ আপনি প্রসন্ন হউন্। আপনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, পিতার অভাবে আপনিই আমাদের রাজা ও রক্ষক; অতএব আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন্।

রাম, ভরতের মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন! তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া সকলে ব্যাকুলমনে তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। বহুযত্নে রামের সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ভরত, পিতা

স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এইক্ষণ আর আমি অযোধ্যায় যাইয়া কি করিব? আমি অতি দুর্ভাগ্য! আমাহইতে পিতার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? হা! যিনি আমার জন্য দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার কিছুই করিতে পারিলাম না। ভরত, তুমি ও শত্রুঘ্নই ধন্য, তোমরা পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। আমার বনবাস কাল অতীত হইলেও আমি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না, সেখানে যাইয়া আমি কাহার মুখের দিকে চাহিব? কাহার চরণ বন্দনা করিব? আর কে আমায় তেমন করিয়া হিতোপদেশ প্রদান করিবেন? আমি একটী সৎকার্য্য করিলে আর কে আমায় তেমন করিয়া আদর ও প্রশংসা করিবেন? জানকি! যিনি তোমাকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিতেন, তোমার সেই শ্বশুর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন! লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ! ভ্রাতা ভরত এই দারুণ শোকসংবাদ শুনাই-বার জন্য অরণ্যে আসিয়াছেন!

এই শোকসংবাদে সকলেরই চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। সীতা ও লক্ষ্মণ আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিলাপ শ্রবণ করিয়া অযোধ্যা-বাসীদিগের শোক নূতন হইয়া উঠিল। তখন সেখানে যেন শোকের ঝড় বহিতে লাগিল।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ, তোমরা সকলেই ধীর ও সুবোধ ; মনুষ্যজীবনের চরম গতির বিষয় তোমাদিগের অবিদিত নাই। দেখ, জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, মিলন হইলেই বিচ্ছেদ ঘটে। বিধাতার এই নিয়তি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যেমন ফল সুপক্ক হইলেই ভূতলে পতিত হয়, গৃহ জীর্ণ হইলে ভাঙ্গিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যদেহও জরা ও মৃত্যুর বশে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপে জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ গমনশীল সময়, মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় করিয়া থাকে। তুমি এক স্থানেই থাক বা ইতস্ততঃ গমন কর, তোমার আয়ু ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্য সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত হয়, আবার রজনীর সমাগমে পুলকিত হয়, কিন্তু তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল, সে তাহা বুঝিল না। যখন নূতন ঋতুর আগমনে প্রকৃতির নূতন শোভা হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঋতুর পরিবর্ত্তনে তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল, সে তাহা জানিতে পারিল না।

বৎসগণ, বিবেচনা করিয়া দেখ, মৃত্যু সকলেরই অনুসরণ করিতেছে। যে অন্যের জন্য শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন

একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন, সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব মৃত লোকের জন্য শোক করিয়া কোনও ফল নাই। আপনার পরমায়ু ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া, সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাকাই জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য। কারণ ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ—মৃত্যুর পরও যাহা মনুষ্যের অনুগমন করে। তোমাদের সেই সত্যপরায়ণ পিতা ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা উচিত হইতেছে না। সকল অবস্থাতেই চিত্ত স্থির রাখা সুধীর লোকের কর্ত্তব্য। রাম, তুমি সেই রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলে, প্রিয়প্রদত্ত বস্তু পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে, অতএব তুমি এইক্ষণ শোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার তর্পণ কর। দিবা অবসান হইয়া আসিল, সত্বর যাইয়া গঙ্গাসলিলে স্নান তর্পণ করিয়া পিতার পরিতোষ সম্পাদন কর।

মহর্ষির এই সকল সারবান্ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া রাম, মনঃসংযম ও ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস, এইক্ষণ কুটীর হইতে আমার কমণ্ডলু ও নূতন বল্কল আনয়ন কর ; আমি মন্দাকিনীতে যাইয়া পিতার তর্পণ করিব। অনন্তর চিরানুগত সুমন্ত্র, রামের

হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ শোকাকুলমনে তাঁহার অনুগমন করিলেন; ভরত প্রভৃতি সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। রাম, গঙ্গার নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া শরীর মন স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিলেন; পরে বশিষ্ঠ দেবের নির্দ্দেশক্রমে অঞ্জলিপূর্ণ গঙ্গাজল লইয়া সজলনয়নে কহিলেন, পিতঃ, আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়া আপনার সৎকর্ম্মানুরূপ বিবিধ সুখে সুখী হইয়াছেন, তথাপি আমার প্রদত্ত এই নির্ম্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক্। পরে তিনি গঙ্গাসৈকতে উপবেশন করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। রাম, সামান্য বন্যফল হস্তে লইয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, পিতঃ আপনি প্রসন্ন হইয়া এই পিণ্ড গ্রহণ করুন্; আমরা এইক্ষণ বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করিয়া থাকি! সন্তানের প্রদত্ত অতি তুচ্ছ বস্তুও পিতৃলোকের নিকট উপাদেয় বোধ হইয়া থাকে।

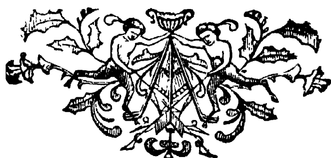
রামচন্দ্রকে সামান্য বনফল উপহার দিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিতে দেখিয়া, কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হায়! যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, আজি এই সামান্য কটুতিক্ত বন্যফলে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল! রাজপুত্র রাম এই প্রকার পিণ্ডদান করিলেন,

ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর আমার কিছুই নাই! হা! এই বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে!

অনন্তর রজনী উপস্থিত দেখিয়া বশিষ্ঠদেব সকলকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্রমে লইয়া চলিলেন। রাম পর্ণকুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া সীতাকে বলিলেন, জানকি! আজি আমার স্নেহময়ী মাতৃগণ, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পূজনীয় পুরোহিতগণ ও অনুগত অমাত্যগণ আমার কুটীরে উপস্থিত হইয়াছেন, ইঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিতে পারি, আমার এমন কিছুই নাই। তথাপি তুমি সাধ্যানুসারে বন্য ফলমূলাদি দ্বারা ইঁহাদের পরিতোষ জন্মাইতে যত্ন কর। লক্ষ্মণ অরণ্যহইতে ফলমূলাদি আহরণ করুন্।

তখন রামের ইচ্ছানুসারে সুমধুর ফলমূল ও নির্ম্মল গঙ্গাজল আনীত হইল। সীতা ও লক্ষ্মণ পরমযত্নে সকলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন! সীতার প্রদত্ত সেই অমৃতফল ভক্ষণ এবং মন্দাকিনীর নির্ম্মল সলিল পান করিয়া অযোধ্যাবাসিগণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে রাম-সীতার প্রফুল্ল মুখকমল চিন্তা করিতে করিতে মনের আনন্দে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিলেন। রাম, সীতার সহিত সে রাত্রি

উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত রজনী জাগরিত থাকিয়া কুটীরের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইল। চিত্রকূট শিখরে প্রাতঃ সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ পতিত হওয়াতে পর্ব্বতের বড় মনোহর শোভা হইল! বিহঙ্গের সুললিত স্বরে বনভূমি কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অরণ্যবাসী মুনিগণ জাগরিত হইয়া বেদগান করিতে করিতে গঙ্গার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতে চলিলেন। প্রাতঃ সময়ের সুশীতল বায়ুর সংস্পর্শে ভরত ও তাঁহার অনুচরগণ জাগরিত হইলেন। তাঁহারা সকলে মন্দাকিনীজলে প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া, রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাম, জননী ও বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে প্রণাম ও অপর সকলকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিয়া, কুটীর সন্নিহিত তৃণশয্যায় বসিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সেই নির্ম্মুক্ত আকাশতলে অনাবৃত শ্যামলক্ষেত্রে অপূর্ব্ব রাজ-সভার অধিবেশন হইল।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য্য! পিতা, আমার জননীর অনুরোধে অতি দুষ্কর

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শোক দুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার জননীহইতেই এই গুরুতর পাপ আচরিত হইয়াছে। এইক্ষণ আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার চরণে পতিত হইতেছি ; আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পিতা যে রাজ্য প্রদান করিয়া আমার মাতার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনার হস্তে সমপণ করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন্। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ; আমাদের রক্ষা ও পালন করা আপনারই কার্য্য। আপনি রাজা হইলে দেবতারা প্রসন্ন হইবেন, প্রজাগণ পরম পরিতোষ লাভ করিবে, আমার জননীর কলঙ্ক দূর হইবে, আর আমরাও আপনাকে পাইয়া পিতৃশোক বিস্মৃত হইতে পারিব।

ভরতের এই ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিল এবং রাজ্যগ্রহণের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল।

তখন সুধীর রাম, প্রসন্ন দৃষ্টিতে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, ভরতকে কহিলেন, বৎস, সামান্য রাজ্যের জন্য আমি কিরূপে সত্য লঙ্ঘন করিব ? আমার বনবাস বিষয়ে তোমার জননীর অনুমাত্র দোষ নাই। তুমি

অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিও না। দেখ, সন্তানের প্রতি পিতামাতার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে; তাঁহারা সন্তানকে রাজাও করিতে পারেন, আবার বল্কল পরাইয়া বনেও দিতে পারেন। সেই পিতামাতা উভয়ে যখন আমাকে বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন কিরূপে অন্যপ্রকার আচরণ করিব? তাঁহা-দিগকে সম্মান করা তোমারও উচিত। পিতা মাতার আজ্ঞাপালন করাই সন্তানের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব তুমি পিতার আদেশে অযোধ্যায় যাইয়া রাজ্য পালন কর, আর আমি জটাবল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাসকরি। মহারাজ, সর্ব্বজনসমক্ষে এই রূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাক্য রক্ষাকরা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি তোমার জন্য যে ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তুমি যাইয়া তাহা গ্রহণ কর; আর আমার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি তাহাই পালন করিব, রাজ্যে আমার কোনও অধিকার নাই।

এই বলিয়া রাম মৌনাবলম্বন করিলে, ভরত আবার বিনয়নম্রবচনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য, এই জীব-লোকে আপনার ন্যায় আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে বিচলিত করে না, সুখেও পুলকিত করিতে পারে না।

শত্রু ও মিত্র, জীবন ও মৃত্যু, নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই আপনার নিকট সমান। যখন আপনি এইরূপ বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তখন আর আপনার পরিতাপের বিষয় কি? ফলতঃ যিনি আপনার ন্যায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিপদ্ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ন হইতে হয় না। আর্য্য, আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কদাচ আমার অভিপ্রেত নহে। মহারাজ আমাদের পিতা, গুরু ও দেবতা, আমি তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না; কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্ম জানেন, স্ত্রীর বাক্যে এইরূপ অবৈধ কার্য্য করা কি তাঁহার উচিত? লোকে বলে, আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়; মহারাজের এই ব্যবহারে তাহা সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। তিনি মোহবশতঃ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই গর্হিত! পিতার অন্যায় কর্ম্মে অনুমোদন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, গুরুজনের অন্যায় আদেশ পালন না করিলে অপরাধী হইতে হয় না।

আর্য্য! আমি বিদ্যা বুদ্ধিতে আপনার নিকট বালক এবং জন্মেও কনিষ্ঠ; আপনি বিদ্যমানে আমার রাজ্য গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন,

আপনার সাহায্যব্যতীত প্রাণধারণ করিতেও পারি না। এইক্ষণ আপনি আমাদিগকে পালন ও সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন্। বশিষ্ঠদেব, প্রজাগণের সমক্ষে, এই স্থানেই আপনার অভিষেক করিবেন। তৎপর আপনি অযোধ্যায়. যাইয়া রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হউন্। আপনি আমার জননীর কলঙ্ক বিমোচন করিয়া স্বর্গবাসী পিতাকে পাপহইতে রক্ষা করুন্। আমি আপনার চরণ ধরিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, পরমেশ্বর যেমন সমস্ত জীবের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন্। আপনি আমারই নিমিত্ত রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী হইয়াছেন, এই লোক নিন্দা চিরদিন আমায় সহিতে হইবে। আপনি দয়ার সাগর, দয়া করিয়া আমাকে এই ঘোর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করুন্। আপনি যদি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সহিত বনবাসী হইব; আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না। এই বলিয়া ভরত, রামের চরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাম অতিস্নেহে ভ্রাতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, ভাই, আমরা বাল্যকাল হইতে পবিত্র ভ্রাতৃস্নেহে

পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, ভ্রাতৃবিরোধ কি, তাহা কখনও জানি নাই। এইক্ষণ তুমি রাজ্যগ্রহণ করিতেছ বলিয়া তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও মমতার কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। বরং বাল্যকালে যেমন আমরা চারি জনে মিলিয়া মনের সুখে পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এইক্ষণও সেইরূপ চারি ভ্রাতায় মিলিয়া হৃষ্টচিত্তে পিতার সত্য পালন করিব। আমি পিতৃসত্য পালনার্থ বনে আসিয়াছি, তুমিও তাঁহার সত্য রক্ষার জন্য অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। ভাই, তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমিও বন্য মৃগগণের রাজা হইব; তুমি হৃষ্টচিত্তে লোকালয়ে গমন কর, আমিও প্রফুল্লমনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে শীতল ছায়া দান করুক, আমিও এই সকল বন্যবৃক্ষেব সুশীতল ছায়া আশ্রয় করিব; শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণ আমার পরম মিত্র। চল, আমরা চারি ভ্রাতায় মিলিয়া এইরূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই। বৃথা শোকমোহে ও মায়ামমতায় অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা উচিত নহে।

পিতৃ-আজ্ঞা পালনে রামের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া উপস্থিত জনগণের মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইল। সত্যপালনে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং

অযোধ্যাগমনে অনিচ্ছা দেখিয়া বিষাদ জন্মিল। পুরবাসী, পুরোহিত ও অমাত্যগণ এবং রাজমহিষীরা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

তখন কৈকেয়ী অতি দীনবেশে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। লজ্জা ও শোকে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে; অনুতাপের অগ্নিতে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছে। তিনি আর লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারেন না, তাঁহার মনের ক্লেশ কাহাকেও বলিতে পারেন না। তাঁহার দুঃখে কেহই দুঃখিত হয় না; একটী মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয়, এমন কেহই নাই। ফলতঃ এসময় কৈকেয়ীর ন্যায় মনোক্লেশ আর কেহই সহ্য করেন নাই! যে ভরতের জন্য তিনি এই দুর্ঘটনা উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রিয় পুত্র ভরত আর তাঁহার মুখ দেখেন না; তাঁহাকে আর জননী বলিয়া সম্বোধন করেন না। যাহারা নিয়ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, সেই সকল দাস দাসী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। এইক্ষণ, রাম কিছুতেই অযোধ্যাগমনে সম্মত হইলেন না দেখিয়া, কৈকেয়ী সজলনয়নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি কষ্টে একবার বলিলেন

—“রাম”—অমনি তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল! ক্ষণ কাল নীরবে অশ্রুপাত করিয়া পুনরায় বলিলেন, “রাম, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি মহারাজের নিকট যে বর চাহিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যাহার করিলাম। অতঃপর আর তোমাকে সে সত্য পালন করিতে হইবে না। রাম, আমার হৃদয়ে যে কি যাতনা হইতেছে, এ পৃথিবীতে কেহই তাহা বুঝিতে পারিবে না। তুমি এই দুঃখিনীর কথা রাখ, ইহাকে চির কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর। রাম, আমি তোমার মাতা, আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না! আমার অন্তরের এই যন্ত্রনা—আমার নামের এই কলঙ্ক, তোমাভিন্ন আর কে মোচন করিবে” বলিতে বলিতে দুঃখিনী জননী রামের সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন রাম সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ভূমিহইতে উত্তোলন করিলেন, সীতা আসিয়া অতিযত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পর তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চার হইলে, রাম পুনঃ পুনঃ তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন, মা, আপনি আর দুঃখ করিবেন না; আপনার প্রতি আমার যে অবিচলিত ভক্তি ছিল, এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই। বিধাতার ইচ্ছায় এই ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহার পরিণাম ফল মঙ্গল

জনকই হইবে। এবিষয়ে আপনার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, আপনি শোক সংবরণ করিয়া ভরতের সঙ্গে অযোধ্যায় গমন করুন্। আমরা যেন পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া নিরাপদে অযোধ্যায় যাইয়া আপনাদের চরণ দর্শন করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ করুন্। রামমুখের এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীর সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল; অনেক দিন তাঁহাকে কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই; আজি রামের মুখে মা ডাক শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বাৎসল্যরসে বিগলিত হইয়া গেল! তিনি বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রামের ইঙ্গিতে সীতা তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাজমহিষীদিগের নিকট লইয়া গেলেন।

অনন্তর পুরোহিত জাবালি কহিলেন, রাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তুমি সামান্য জনের ন্যায় স্থূলদর্শী হইও না। দেখ, পৃথিবীতে কে কাহার বন্ধু? কাহার সঙ্গেই বা কি সম্বন্ধ? জীব একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকী নিধন প্রাপ্ত হয়। যেমন রজনীতে নানা পক্ষী এক বৃক্ষে সুখে বাস করে, আর প্রভাত হইলে আপন আপন কার্য্যে দশদিকে চলিয়া যায়, পিতা মাতা ভাই বন্ধু প্রভৃতিও সেইরূপই জানিবে। সুতরাং পিতার কথায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করা

উচিত বোধ হইতেছে না। তুমি রাজ্য গ্রহণ করিয়া আপনি সুখী হও, আর দশ জনকে সুখী কর। নির্ব্বোধেরাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মরে! বস্তুতঃ যাহাতে সুখ হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য; পরকালের অনিশ্চিত সুখের প্রত্যাশায়, হস্তগত প্রত্যক্ষ সুখ পরিত্যাগ করা উন্মাদের কর্ম্ম। অতএব রাম, পরলোক বা ধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক আরও দেখ, ভরত যখন তোমাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতেছেন, কৈকেয়ী স্বয়ং তাঁহার প্রার্থনা ফিরাইয়া লইতেছেন, আর রাজ্যের সকল লোকে একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিতেছেন, তখন আর তোমার রাজ্য গ্রহণে অপরাধ কি?

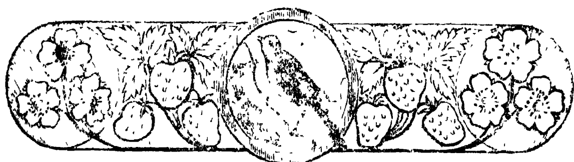
জাবালির এই আপাতরম্য বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের চিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মুনিবর, আপনি আমার হিতের জন্য যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুতঃ আমার অহিতকর; উহা মূর্খের নিকট যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ অতি অসার। যাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন থাকিতে চাহে, তাহারাই ওরূপ যুক্তির পথ অবলম্বন করে। দেখুন, সৎবংশে জন্মিলেই সৎ হয় না; উচ্চ কি নীচ, চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়া

থাকে। আর আপনি যে সুখের কথা কহিলেন, বস্তুতঃ উহা সুখ নহে; দুর্গন্ধময় মলরাশির মধ্যে ক্রিমিকীট যে সুখ ভোগ করে, মনুষ্যের পক্ষেও ঐ সুখ সেইরূপ জানিবেন। সত্যকথন, সত্যপালন ও সত্যানুষ্ঠানেই প্রকৃত সুখ লাভ হইয়া থাকে। দেখুন সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার। সাধুগণ সত্যেরই আদর করেন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন। সত্যই সুখ, সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই ঈশ্বর। সত্যের অপেক্ষা পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। একটীমাত্র সত্যপালন করিলে যে পরিমাণ পুণ্য উপার্জ্জন করা যায়, শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি কি সামান্য রাজ্যের লোভে সেই সাধুজনসেবিত সত্যের অপলাপ করিব? তুচ্ছ রাজ্যভোগের জন্য নিত্যসুখে জলাঞ্জলি দিব? যে পিতার প্রসাদে মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, যিনি বাল্যে কত স্নেহে লালনপালন করিয়াছেন, যৌবনে সদুপ-দেশ দ্বারা সত্য ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, আজি আমি অসার সুখভোগের জন্য, সেই পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব? তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিব? না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, আমা হইতে এমন কর্ম্ম কখনই হইবে না।

আপনি আমাদের কুল-পুরোহিত, আমার নমস্থ, কিন্তু আপনার কথা আমার নিকট নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইতেছে। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, সূর্য্যরশ্মি শীতল গুণ ধারণ করিতে পারে, অগ্নি দাহিকাশক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আমি পিতৃসত্য পালনে কখনই বিরত হইতে পারি না।

রামের সত্যপালনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত বুদ্ধি দর্শন করিয়া আর কাহারও কিছু বলিতে সাহস হইল না। সকলেই নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন রামচরিত্রের এই অপূর্ব্ব মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাদের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া গেল।





অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। অযোধ্যাবাসিগণ রামের রাজ্য গ্রহণে যেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, রামও পিতৃসত্য পালনের জন্য তেমনি দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কোন পক্ষেরই আগ্রহের নিবৃত্তি হইল না; কোন কথারই মীমাংসা হইল না।

তখন বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম, পিতা জন্মদান করেন, মাতা গর্ভে ধারণ করেন, এই জন্য তাঁহারা গুরু, আর আচার্য্য জ্ঞান দান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকেও গুরু বলা যায়; আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য, আমার কথা রক্ষা করিলে, সদ্গতি লাভ হইবে। তোমার এই অমাত্যগণ, এই সকল বন্ধু বান্ধব, এই সমস্ত অধীন রাজা ও প্রজামণ্ডলী, ইহাদের রক্ষা ও পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমার জননী কৌশল্যার বাক্য লঙ্ঘন করাও উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন,

ইঁহার এই ভ্রাতৃভক্তিতে উপেক্ষা করাও সঙ্গত হইতেছেনা। জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের সিংহাসনে অধিকার নাই, এই চির প্রচলিত রীতি অতিক্রম করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি অনুরোধ করি, তুমি ভরতের সাধুপ্রস্তাবে সম্মত হও, অযোধ্যায় যাইয়া রাজসিংহাসন গ্রহণ ও রাজধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

বশিষ্ঠের এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, গুরুদেব, পিতা মাতা সন্তানের জন্য যাহা করেন, সন্তান প্রাণ দিয়াও সে ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। আমি যদি সামান্য রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া সেই পিতৃঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি, তদপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারিব না।

অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সমাগত অযোধ্যাবাসীদিগকে কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত আর্য্যকে কিছু বলিতেছ না? তোমাদের সমবেত প্রার্থনায় ইনি কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

তখন প্রজাগণ কহিল, রাজকুমার, আপনি ইঁহাকে

যাহা কহিতেছেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত নহে, আর এই মহাত্মা পিতৃসত্যপালনে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাও অতিশয় প্রশংসনীয়। উভয় দিক্ চিন্তা করিয়াই আমরা এ বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া আছি। তখন রামচন্দ্র কহিলেন, ভরত, তুমি ত এই সকল সুবিবেচক সুহৃদের কথা শুনিলে? ইহাঁরা উভয় দিক্ দেখিয়া যেরূপ আত্মমত প্রকাশ করিলেন, তুমি তাহার সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং তদনুসারে কার্য্য কর।

তখন ভরত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, সভ্যগণ শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ, তোমরাও শুন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও এমন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করি নাই; এইক্ষণ পিতার বাক্য পালনার্থ অরণ্যে কালযাপন করাই যদি ইহার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধিরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকি, ইনি অযোধ্যায় যাইয়া রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করুন্।

ভরতের এইরূপ কথা শুনিয়া রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং উপস্থিত লোক দিগকে কহিলেন, দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, আমরা কদাপি তাহার অন্যথা করিতে পারি না। এইক্ষণ

অরণ্য-বাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করিলে, উহা আমার পক্ষে নিতান্ত অপযশের কারণ হইবে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনে অনুরক্ত; আমি বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে ইঁহারই সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী শাসন করিব। ভাই ভরত, পিতা আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছি, এইক্ষণ তুমি ও পিতাকে প্রতিজ্ঞা-ঋণ হইতে মুক্ত কর। ভরত রামের কথায় আর কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না, কেবল সজলনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেই সভাস্থলে যে সকল অরণ্যবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা রাম ও ভরতের চরিত্রে ভ্রাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার, তুমি অতি বিজ্ঞ ও সুবোধ; ভ্রাতার প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, পৃথিবীতে তাহা অতি দুর্ল্লভ। এইক্ষণ সত্যপরায়ণ রাম যাহা কহিলেন, তুমি তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্য পালন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন, ইহাই আমাদিগের অভিলাষ। রাম বনে আগমন করাতেই তোমার পিতা অঋণী হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

তখন, ভরত আর কোন উপায় না দেখিয়া সজল নয়নে রামকে কহিলেন, আর্য্য আপনি পদতল হইতে এই কুশপাদুকা উন্মুক্ত করিয়া আমাকে প্রদান করুন। অতঃপর ইহাই অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন রাম পদতল হইতে পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত উহা মস্তকে ধারণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য, আমি এই পাদুকার নিকট নিবেদন করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করিব, এবং স্বয়ং জটাবল্কল ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিনে যদি আপনার দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

রাম অশ্রুপূর্ণদৃষ্টিতে ভরতের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেবের আদেশক্রমে সভা ভঙ্গ হইল। অযোধ্যাবাসিগণ অতি বিষণ্ণবদনে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতার যত্নে সকলের মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। তখন, ভরতের আজ্ঞায় সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া অযোধ্যা গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। পুনরায় সকলে আসিয়া রামচন্দ্রের কুটীর সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদিগকে এই

নিবিড় অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া সকলেরই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাম, ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া, সজলনয়নে কহিলেন, বৎস, আমি ও জানকী তোমায় দিব্য দিয়া কহিতেছি, তুমি আমার দুঃখিনী জননীদিগকে রক্ষা করিও, অতি যত্নে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিও। আর তোমার মাতা, তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ, যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না ; মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয় তাহাই করিবে। তখন রাম, প্রসন্ন দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া, মৃদুমধুর বাক্যে কহিলেন, তোমরা আর আমাদের জন্য শোক করিও না। এইক্ষণ সন্তুষ্টচিত্তে অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজ্য রক্ষা কর। দেখ, ভরত জ্ঞানবান্ হইলেও বালক, যাহাতে ইনি রাজকার্য্যে সফল হইতে পারেন, তোমরা সকলেই সে বিষয়ে ইঁহার সহায়তা করিবে। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইয়া যাইবে, বনবাসান্তে আমরা পুনরায় অযোধ্যায় যাইয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব। প্রজামণ্ডলীকে আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবে, তাঁহারা আমার পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, ভরতের প্রতিও যেন, সেইরূপই করেন।

অনন্তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত, রামের পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে স্থাপন করিয়া, রামকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠের চরণ বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিষাদপতি গুহ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি বাহুপ্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন নিষাদরাজ আপনার কুল পবিত্র ও জন্ম সার্থক মনে করিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় মাতৃগণের কণ্ঠ শোকে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, কেবল রামের মুখের দিকে চাহিয়া অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। রামও অতিকষ্টে তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া শোকাকুলমনে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া আকুল মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নসময়ে ভরত শূন্যহৃদয়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যার আর সে শোভা নাই, সেরূপ আনন্দ নাই; পূর্ব্বের ন্যায় জনকোলাহলও আর শুনিতে পাওয়া যায় না। দেখিয়া বোধ হইল, যেন বসন্তের

অবসানে কুসুমশোভিত স্বর্ণলতা প্রবল ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।

সুমন্ত্র, দেখ, আজি অযোধ্যায় গীত বাদ্যের তীব্র শব্দ শ্রুত হইতেছে না, রাজ পথে লোক-সমাগম দৃষ্ট হইতেছে না। রাজপুরীর সে শোভা কিছুই নাই! পুরবাসিগণ, রামের অভাবে একান্ত বিমনা হইয়া, নীরবে কালযাপন করিতেছে! ফলতঃ ভ্রাতা রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যার সে শ্রী ও সমৃদ্ধিও যেন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! হা! কবে রাম অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন!

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে ভরত পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং উহা জনশূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃসময়ে ভরত, পুরোহিতবর্গ ও অমাত্যদিগকে, আহ্বান করিয়া, কহিলেন, আমি আর রামশূন্য অযোধ্যায় বাস করিতে পারিবনা; রাজ পরিজন সকলে এখানে অবস্থিতি করুন্, আমি নন্দীগ্রামে যাইয়া রামের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। পিতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, ভ্রাতা রাম বনবাসী হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের বিষয় আর কি আছে?

তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, ভরত তুমিই ধন্য! তোমার

ন্যায় এরূপ ভ্রাতৃভক্ত পৃথিবীতে সচরাচর দেখা যায় না। আমরা তোমার এই ভ্রাতৃপ্রেমে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তুমি নন্দীগ্রামে গমন করিয়া মন্ত্রী ও অমাত্যগণ সহ রাজ্যশাসনে নিযুক্ত থাক।

তখন, ভরতের আজ্ঞায় অবিলম্বে রথ আনীত হইল। তিনি মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন, এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রা করিলেন।

ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া নন্দীগ্রামে প্রবেশ করিলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, আর্য্য রামচন্দ্র অযোধ্যা রাজ্য আমার হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছেন, এই পাদুকা তাহা পালন করিবে। তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর। ইহা রামের প্রতিনিধি; ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্ম্মব্যবস্থা বজায় থাকিবে। তিনি আসিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব, এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া হৃদয়বেদনা নিবারণ করিব।

এই বলিয়া ভরত, ভক্তিসহকারে রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিলেন, আর স্বয়ং জটাবল্কল ধারণ

পূর্ব্বক সেই সিংহাসনের নিম্নে বসিয়া মন্ত্রিগণ সহ রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

তৎকালে যে কোন রাজকার্য্য উপস্থিত হইত, ভরত, অগ্রে তাহা সেই পাদুকার নিকট জ্ঞাপন করিতেন; যা কিছু উপহার প্রদত্ত হইত, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া রামের জন্য কোষাগারে সঞ্চিত করিতেন; স্বয়ং ফলমূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া তাপসের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন।

ভ্রাতৃপ্রেমের এরূপ অপূর্ব্ব কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও শুনা যায় না, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার এরূপ স্বার্থ ত্যাগ কোথাও দেখা যায় না। হায়! আর কি এই ভারতভূমিতে ভরতের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত প্রেমিক জনের অভ্যুদয় হইবে? আর কি এদেশে রামের ন্যায় সত্যপরায়ণ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন? হা! আমাদের এই জননী জন্মভূমির সেই সুখের দিন আর কি ফিরিয়া আসিবে না? আর্য্যজাতির যে সৌভাগ্য-সূর্য্য একবার অস্তগত হইয়াছে, আর কি তাহার উদয় হইবে না?

বিধাতার অভিপ্রায় কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু পুরাতন আর্য্যমহিমা যতই চিন্তা করা যায়, ততই হৃদয়ে নব নব আশার সঞ্চার হইতে থাকে। মনে হয়, এই

পুণ্যভূমি চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না; ভারতের পূর্ব্বদিন এখনও ফিরিয়া আসিতে পারে। যিনি রুগ্নকে আরোগ্য দান করেন, দুর্ব্বলকে বল দান করেন, এই পতিত ভারত সন্তানকে তিনিই আবার উন্নত করিতে পারেন!

